7:59 AM ...0.7KB/s 82
HISTORY (GEN...

Semester VI
BA General
(Discipline Specific Elective)
Paper –I B (No option offered)
SOME ASPECTS OF EUROPEAN HISTORY (1789-1945)

6 Credits, Total 75 marks (60 + 15)
Total Lectures - 60

1. The French Revolution
a) France before 1789, Socio- Economic and Political background; Birth of new ideas Philosophers and Physiocrats

b) Progress of the Revolution; The Constituent Assembly; The reign of Terror
c) Impact of French Revolution on Europe

2. Napoleon Bonaparte and aftermath
a) Rise of Napoleon
b) Napoleonic reforms: Napoleon and Europe; Fall of Napoleon,
c) Vienna Congress, The concert of Europe, Metternich system

3. The revolutions of 1830 and 1848
a) The Democratic and Nationalist Aspirations of Europe
b) Causes, and impact of July Revolution of 1830
c) The February revolution of 1848-50.

4. Age of Nationalism
a) The Cremean War, The Eastern Question; Turkey; Russia's ambition in the Balkans
b) The second Empire in France and Louis Napoleon
c. Unification of Italy & Germany

5. Europe between 1914-1939
a) Origin of the First World War, Role of different European Powers; Peace of Settlement of 1919, The League of Nations
b)Political and Economic Disorder & Depression, Policy of Appeasement, Spanish Civil War, Munich Pact' Russo-German Non-Aggression Pact
c) Rise of Fascism in Italy and Nazism in Germany

6. Second world war
a) Origins
b)Failure of disarmament and the League of Nations
c) Responsibility of Hitler

Suggested Readings

1. Hayes , Modern Europe
2. Hayes, The Political and Social History of Europe
3. Lefebvre, The French Revolution
4. Louis Fisher, History of Europe
5. David Thompson, Europe Since Napoleon
6. Madelin, The French Revolution
7. Hampson, The Social History of Europe
8. Alfred Cobban, History of France
9. Morse Stephens , Revolutionary Europe
10. New Cambridge Modern History, Vol. VIII

[illegible] ; লোক-ক্ষয় হয়। ফলে [illegible]
[illegible] হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লবের কারণ : ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অবস্থা

(Causes of the French Revolution : Condition of France on the eve of the outbreak of the French Revolution)

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অবস্থা (Condition of France on the eve of the outbreak of the French Revolution) :

ফরাসী বিপ্লবের কারণ (Causes of the French Revolution) : যখন সমাজ ব্যবস্থা যখন জরাজীর্ণ এবং গতিহীন হইয়া পড়ে তখন সমাজের মধ্য হইতে এমন শক্তি জাগিয়া উঠে যে তাহার আঘাতে পুরাতনতন্ত্র তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙিয়া পড়ে। পুরাতন ব্যবস্থার স্থলে নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। সমাজের অতি দ্রুত এই প্রগতির পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা বিপ্লবের একটি বিশেষ অর্থ দেখেন। তাঁহাদের মতে, সমাজে দুইটি শ্রেণী থাকে। একটি শ্রেণী সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং অপর শ্রেণীকে শোষণ করে। শোষিত শ্রেণী অধিকারভোগী শ্রেণীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সকল ক্ষমতা বিপ্লবের মাধ্যমে দখল করে। শ্রেণীসংগ্রামই হইল বিপ্লবের বাহন। ফরাসী বিপ্লবে অধিকারভোগী অভিজাতশ্রেণীকে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত করে।

১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দেয় তাহা কোন আকস্মিক কারণে ঘটে নাই। দীর্ঘদিন ধরিয়া ফরাসী রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল তাহার সহিত ফ্রান্সের বৃহত্তর জন সমষ্টির স্বার্থ যুক্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের সাধারণ লোক বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙিয়া নূতন সমাজ ব্যবস্থা গঠনে তৎপর হয়। ফরাসী বিপ্লবের কারণ ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

ফরাসী রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা

রাজনৈতিক অবস্থা (Political condition) : সপ্তদশ শতকের ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ রিশেল্যু ও ম্যাজারিন এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই ফরাসী রাজতন্ত্রকে একটি স্বৈরতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। এই যুগের রাজারা মনে করিতেন যে, ঈশ্বর রাজাকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও নিকট তাঁহারা দায়ী নন। ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা নীতির উপর নির্ভর করিয়া চতুর্দশ লুই ফরাসী রাজতন্ত্রকে সর্বময় ক্ষমতার আধারে পরিণত করেন। রাজার এই ক্ষমতা বুঝাইবার জন্য তিনি একদা মন্তব্য করেন যে "রাজাই হইল

রাষ্ট্র (The State—it is Myself)। ফরাসী অভিজাতদের পার্লামেন্ট ... এস্টেটস্ জেনারেল ১৬১৪ খ্রীঃ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রতিনিধি সভা না থাকায় ফ্রান্সে রাজাই ... শাসনকার্য চালাইতেন। চতুর্দশ লুইকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজারা আদর্শ স্বৈরাচারের নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ফ্রান্সের বুর্বোঁ বংশীয় রাজা পঞ্চদশ এবং ষোড়শ লুই দেশশাসনে অযোগ্যতারই প্রমাণ দেন। তাঁহারা সমকালীন আলোকিত যুক্তিবাদী স্বৈরাচারকে গ্রহণ করিলেন না। রাজশক্তি শুধু অভিজাতদের কথা ভাবিত, জনগণের কথা ভাবিত না। ফ্রান্সে জনগণের সহিত রাজশক্তির কোন যোগাযোগ ছিল না। বুর্বোঁ রাজারা কেবল ক্ষমতা নিজ হাতে লইয়া জনগণের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন। ঐতিহাসিক লেফেভর বলিয়াছেন যে, 'স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বন্ধ থাকায় জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের কথা রাজার নিকট পৌঁছান সম্ভব হইত না। রাজার পক্ষেও দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার কথা জানা সম্ভব হইত না। ইহার ফলে বুর্বোঁ রাজতন্ত্র দেশের জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।'

শাসনকার্যের দুর্বলতা, অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব

বুর্বোঁ রাজতন্ত্র আইনতঃ সর্বশক্তিমান হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না। ফ্রান্সের সামন্ত অভিজাত ও যাজক শ্রেণী রাজার হাত হইতে সরকারী ক্ষমতা হস্তগত করিয়া ভোগ করিত। ফরাসী অভিজাতরা মনে করিত যে, তাহারা রাজার সমশ্রেণীর লোক। সুতরাং দেশ শাসনের কাজে একমাত্র তাহারাই রাজাকে সাহায্য করিতে অধিকারী। রাজাদেরও তাহাদের প্রতি দুর্বলতা ছিল। এই বংশ মর্যাদার জোরে তাহারা দেশ শাসনের অধিকার ভোগ করিত। Hampson[1] মন্তব্য করিয়াছেন যে, "শাসনব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে" (The aristocratic infiltration produced unsavoury results)। লেফেভরের মতে, 'ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল ইংল্যান্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং ইউরোপীয় মহাদেশের স্বৈরতন্ত্রের মাঝামাঝি ধরনের ব্যবস্থা' (The French monarchy lay midway between the British constitutionalism and continental despotism)[2]। যে সকল কারণে বুর্বোঁ রাজাদের সর্বময় ক্ষমতা ক্ষুন্ন হইয়াছিল তাহা হইল এই যে, চতুর্দশ লুইয়ের পর বুর্বোঁ বংশে সুযোগ্য শাসকের অভাব দেখা দেয়। পঞ্চদশ লুই ছিলেন "বিলাসী, অমনোযোগী প্রজাপতি রাজা" (Butterfly monarch)[3]। তিনি ছিলেন পরিশ্রম-বিমুখ এবং তাঁহার উপপত্নী মাদাম দ্য পম্পাদুরের দ্বারা প্রভাবিত। ষোড়শ লুই সৎ এবং সদিচ্ছাপরায়ণ হইলেও ব্যক্তিত্বহীন ছিলেন। তিনি তাঁহার সুন্দরী গর্বিতা পত্নী অস্ট্রিয়ার রাজকুমারী মেরী আঁতোয়ানেতের বশম্বদ ছিলেন। বুর্বোঁ রাজাদের এই ব্যক্তিগত অযোগ্যতার ফলে রাজার তরফে সকল ক্ষমতা অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা হস্তগত করে।

১. Hampson—Social History of French Revolution.
২. Lefebvre, P. 88.
৩. Schevill.

ফ্রান্সের গীর্জা (Gallican church) ছিল স্বয়ং শাসিত সংস্থা। রাজা গীর্জার আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। গীর্জার ভূসম্পত্তির উপর রাজা বাধ্যতামূলক কর ধার্য করিতে পারিতেন না। ১৫৬১ খ্রীঃ পোইসির চুক্তি অনুসারে যাজকেরা স্বেচ্ছায় কর দিত।

(৩) ফ্রান্সের প্রদেশগুলিতে যে সভা ছিল তাহার সম্মতি ছাড়া রাজার কোন আদেশ প্রদেশগুলিতে কার্যকরী করা যাইত না। প্রাদেশিক সভাগুলিতে স্থানীয় অভিজাতেরা প্রাধান্য ভোগ করিত। রাজা কোন নূতন আইন জারী করিলে তাহা পার্লেমেন্ট নামক বিচার সভায় রেজেস্টারী করিতে হইত। নতুবা এই আইন বৈধ হইত না। পার্লেমেন্ট ইচ্ছা করিলে রাজার প্রস্তাবিত আইনকে নাকচ করিতে পারিত। পার্লেমেন্টগুলির বিচারকেরা ছিল অভিজাত শ্রেণীর। অভিজাতদের বিরুদ্ধে রাজা কোন আইন রচনা করিলেই পার্লেমেন্ট তাহা বাতিল করিত। ফ্রান্সের পার্লেমেন্ট (Parlement)-গুলির সংখ্যা ছিল ১২টি। ইহাদের মধ্যে Parlement of Paris বা প্যারিসের বিচারসভা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী। সুতরাং ফ্রান্সের রাজারা ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবী করিলেও কার্যত তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল আসলে সামন্ত রাজতন্ত্র (The French monarch was a feudal monarchy)।

অষ্টাদশ শতকে দুর্নীতিপূর্ণ শাসন ও ত্রুটিপূর্ণ বৈদেশিক নীতির জন্য বুরবোঁ রাজবংশের মর্যাদা বিনষ্ট হইয়া যায়। সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী হইয়া পড়ে। ফ্রান্সে এই যুগে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল না। রাজার সভাসদেরা রাজার স্বাক্ষরযুক্ত লেটারস দি কেশে (Letters de cachet)[1] দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিতে পারিত। বিচার ব্যবস্থা ছিল ব্যয়বহুল। বিচারব্যবস্থা ছিল পক্ষপাতদুষ্ট। আইনের নিকট সকলে সমান অধিকার পাইত না। রাজস্ব আদায়কারী ইনটেনডেন্টরা ছিল কুখ্যাত নেকড়ের ন্যায় অর্থলোলুপ। তাহারা বহু প্রকার বাড়তি কর আদায় করিত। তাছাড়া আদায় করা করের বহু অংশ তাহারা আত্মসাৎ করিত। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই প্রকাণ্ড ব্যর্থতার নজির সৃষ্টি করেন। পঞ্চদশ লুই অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে (১৭৪০-৪৮ খ্রীঃ) এবং সপ্তবর্ষের যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) পরাজয় বরণ করেন। ইহার ফলে ইওরোপে ফ্রান্সের সামরিক মর্যাদা বিনষ্ট হয়। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফরাসী বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাণিজ্য ও উপনিবেশ হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ষোড়শ লুই এই পরাজয় হইতে শিক্ষা না লইয়া আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যোগ দেন। এই দীর্ঘ যুদ্ধগুলিতে ফ্রান্সের মর্যাদা নষ্ট হয় এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়।

1. ফরাসী উচ্চারণ—লেৎর দ কাশে।

বুরবোঁ রাজারা ছিলেন ঘোর অমিতব্যয়ী। যুদ্ধ ও অমিতব্যয়ের ফলে সরকারের ঋণ বাড়িয়া যায়। ধারাবাহী রাজস্ব হইতে সরকারী ব্যয় সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অর্থসংকট হইতে মুক্ত হইবার উপায় না পাইয়া ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করেন। ইহার ফলে বুরবোঁ স্বৈরতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং বিপ্লব আরম্ভ হয়।

রাজতন্ত্রের অমিতব্যয়িতা

সামাজিক অবস্থা : বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সামাজিক শ্রেণি ও তাহাদের সংখ্যা : মধ্যযুগে সামন্ত প্রথার ফলে ইওরোপীয় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি উদ্ভব হয়। ফ্রান্সেও বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে জনগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) যাজক সম্প্রদায় ছিল প্রথম শ্রেণী (First Estate)। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে যাজকদের সংখ্যা ছিল মোট প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। উচ্চ যাজক ও নিম্ন যাজক এই দুই ভাগে যাজকশ্রেণী বিভক্ত ছিল। বিশপ প্রভৃতি উচ্চ যাজকরা ছিল অভিজাত সম্প্রদায় হইতে আগত। জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকার আইন বা ল অব প্রাইমো জেনিচার আইন অনুসারে অভিজাতদের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার উপাধি ও সম্পত্তি পাইত। অভিজাতদের অন্য পুত্রদের ভরণপোষণের জন্য তাহাদের অনেককে বিশপের পদে নিয়োগ করা হইত। ফ্রান্সের আইন অনুসারে প্রজারা গির্জাকে টাইদ বা ধর্ম কর আদায় দিত। এছাড়া নানা প্রকার কর নানা উপলক্ষে গির্জাকে দিতে হইত। মৃত্যু, শিশু নামকরণ, বিবাহ প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এছাড়া গির্জার বিরাট ভূসম্পত্তি হইতেও বহু টাকা আয় হইত। ফরাসী মন্ত্রী নেকারের মতে ফরাসী গির্জার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ১৩ কোটি লিভর। খাদ্যশস্যের দাম বাড়ার ফলে গির্জার জমির ফসল চড়া দামে বিক্রয় করিয়া আরও বেশী টাকা পাওয়া যাইত। গির্জার এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উচ্চ যাজক বিশপ শ্রেণীই প্রধানত ভোগ করিত। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে বিশপের সংখ্যা ছিল ১৩৯ জন। ইহারা ছিল সকলেই অভিজাত শ্রেণীর লোক। গির্জার সকল ব্যাপার উচ্চ যাজকরাই নিয়ন্ত্রণ করিত। Contract de Poissy বা পোয়াসির চুক্তি অনুসারে গির্জার বিপুল আয়ের ভূ-সম্পত্তির জন্য সরকারকে নিয়মিত কর দিত না। তাহারা স্বেচ্ছা কর দিত। এই স্বেচ্ছা করের পরিমাণ যাজকরাই স্থির করিয়া দিত। উচ্চ যাজক শ্রেণী ছিল অভিজাত ও সুবিধাভোগী শ্রেণী। নিম্নস্তরের যাজকেরা ছিল গ্রামের পাদরী। ইহারা ছিল দরিদ্র এবং নিষ্ঠাবান। গির্জার আয়ের নিম্ন ভাগ ইহারাই লইত। অনেক নিম্নস্তরের যাজকরা আর্থিক দুরবস্থায় দিন কাটাইত। উচ্চ যাজকদের প্রতি নিম্ন যাজকেরা প্রবল ঘৃণা পোষণ করিত। ফরাসী বিপ্লবের সময় নিম্ন যাজকরা পুরাতনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

যাজক

সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (Second Estate) ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের মোট অভিজাতদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। দেশের জনসংখ্যার ১ বা ১½ ভাগ ছিল অভিজাত। অভিজাতরা ছিল বংশ কৌলিন্যে নিকষ। ইহারা নিজ সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার রক্ষার জন্য সর্বদা যত্নবান ছিল।

গ্রামীণ বিচারের অধিকার এবং জরিমানা আদায়ের অধিকার, যে কোন প্রজার শস্যাগারের অধিকার, পশু পোষাই ও মদ চোলাই কারখানা রাখার অধিকার, নানাবিধ পণ্যের উপর কর আদায়ের অধিকার ও বেগার খাটাইবার অধিকার ইত্যাদি। তাহারা সভাসদ হিসাবে ভাতা, পুরস্কার ও পেনসন ইহারা ভোগ করিত। অভিজাত শ্রেণী অন্যান্য বিশেষ মর্যাদা ভোগ করিত। দার্শনিক ভল্টেয়ার অভিজাতদের সম্পর্কে বক্রোক্তি করিয়া বলেন যে, "যাহারা রাজার সহিত আহার করিতে পারে, মন্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করিতে পারে, যাহাদের বংশ কৌলিন্য আছে এবং ঋণ ও পেনসন আছে, তাহারাই অভিজাত হয়।"

তৃতীয় শ্রেণী

ফ্রান্সের বাকী লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীর (Third Estate) অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, জনমজুর প্রভৃতি সকলেই ছিল তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীকে unprivileged বা 'অধিকারহীন' শ্রেণী বলা যায়। ফ্রান্সের মোট লোক সংখ্যা ছিল ২৫ মিলিয়ন। ইহার মধ্যে শতকরা ৯৮% লোক ছিল তৃতীয় শ্রেণী বা Third Estate-এর অন্তর্ভুক্ত।

বুদ্ধিজীবি বুর্জোয়া

(ক) বুর্জোয়া শ্রেণী: তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে প্রধান ছিল বুর্জোয়া শ্রেণী। বুর্জোয়া বলিতে শহরবাসী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুঝায়। কিন্তু ফরাসী বুর্জোয়াদের সকলেই শহরবাসী ছিল না। বুর্জোয়াদের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিলেও তাহাদের বংশ কৌলিন্য ছিল না। (১) বুর্জোয়াদের একটি অংশ চাকুরী, আইনজীবি ও চিকিৎসক প্রভৃতির পেশা লইয়াছিল। তাহাদের বুদ্ধিজীবি বুর্জোয়া বলা যায়। ইহারা ছিল বুদ্ধিমান, সাহসী এবং স্বাধীন মুক্তমন। দার্শনিকদের নূতন ভাবধারা এই শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই শ্রেণীর লোকেরাই অভিজাতদের জন্মকৌলিন্য ও বিশেষ অধিকারকে আক্রমণ করে এবং বণিকশ্রেণীও তাহাদের শামিল হয়।[১]

বণিক বুর্জোয়া ও ধনী শ্রেণী

(২) বুর্জোয়াদের অপর অংশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। ইহাদের হাতে প্রচুর টাকা থাকিলেও বংশ কৌলিন্যের অভাবে ইহারা অভিজাতদের সমান মর্যাদা পাইত না। ইহাদের ধনী বুর্জোয়া বলা যায়। ধনী বুর্জোয়ারা সরকারকে প্রচুর অর্থ ঋণ দিত। বুরবোঁ সরকার বণিকদের শিল্প, বাণিজ্যের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ জারি করায় এবং মালের উপর শুল্ক চাপাইয়া দেওয়ায় এই শ্রেণী সরকারের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট ছিল। (৩) উচ্চধনী বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল ব্যাঙ্কের মালিক, বড় বড় শিল্পের মালিক। ইহাদের হটে বুর্জোয়া (haute bourgeois) বা পুঁজিপতি শ্রেণী বলা যায়। ইহারা বাণিজ্যে মূলধন লগ্নী করিত। সরকারকে ইহারা সুদের বিনিময়ে ঋণ দিত। জোরেস (Joures) নামক ঐতিহাসিকের মতে, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে প্যারিস শহরের পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়। ধনী বুর্জোয়া শ্রেণী এই কাজে অর্থ লগ্নী করিয়া প্রচুর মুনাফা পায়। বুর্জোয়া বা

১ George Rude.

ইহারা বংশ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সাধারণতঃ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ করিত। অভিজাতরা কায়িক পরিশ্রমকে ঘৃণা করিত। অভিজাতেরা দাবী করিত যে, মধ্যযুগে যে সকল জার্মান বিজেতা ফ্রান্স অধিকার করে, অভিজাত শ্রেণী ছিল এই বিজেতাদেরই বংশধর।[1] অভিজাতদের আয়ের উৎস ছিল প্রধানতঃ জমিদারীর আয়, সরকারী উচ্চ চাকুরী এবং বিচার বিভাগের উচ্চ-পদ। অভিজাত শ্রেণীর সকলেই ধনবান ছিল না। কোন কোন অভিজাত পৈতৃক জমিদারী হারাইয়া কেবলমাত্র বংশ কৌলিন্যের বড়াই করিত। ইহারা সাধারণতঃ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিত।

অভিজাত শ্রেণী

অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন উপগোষ্ঠী ছিল। (১) প্রাচীন বংশের অভিজাত। ইহারা রাজার সভাসদ, সেনাপতি ও বিচার বিভাগের উচ্চপদ এবং ইনটেণ্ডেন্টের (Intendent) কাজ পাইত। মোট অভিজাতদের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ হাজার। ইহারা আড়ম্বরময় জীবনে অভ্যস্ত ছিল। বহু দাসদাসী ও অনুচর লইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও ইহারা আড়ম্বর ত্যাগ করিত না। ইহারা ছিল খুবই গর্বিত। অন্যান্য অভিজাতদের বিশেষতঃ গ্রামীণ অভিজাতদের ইহারা নীচ চক্ষে দেখিত। (২) চাকুরী-জীবি অভিজাত। ইহারা প্রশাসক ও আইনবিদ এবং বিচারকের কাজ করিত। ইহাদের নাম ছিল পোষাকী অভিজাত বা Nobles by Robe। ইহারাও বংশানুক্রমে বিভিন্ন পদ ভোগ করিত। পার্লেমেন্ট বা বিচারসভাগুলির বিচারকের পদ ইহাদের একচেটিয়া ছিল। (৩) গ্রামীন অভিজাত। ইহারা গ্রামাঞ্চলে নিজ জমিদারীতে বাস করিত এবং প্রাদেশিক সভায় প্রতিপত্তি খাটাইত। গ্রামীন অভিজাতেরা জমিদারীর আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং সেই অনুপাতে তাহাদের আয় না বাড়ায় ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে। তবুও ইহারা কায়িক পরিশ্রম বা বাণিজ্য দ্বারা রোজগার বাড়াইতে রাজী ছিল না। অষ্টাদশ শতকে ইহারা কৃষকদের উপর নিদারুণ নিপীড়ন চালায়। ফলে কৃষক শ্রেণী এজন্য খুবই বিক্ষুব্ধ ছিল।

অভিজাত শ্রেণীর উপগোষ্ঠী

অভিজাত সম্প্রদায় ছিল ফ্রান্সের বিশেষ অধিকার ভোগী (Privileged class) শ্রেণী।[2] ইহারা বংশ কৌলিন্যের জোরে সরকারী উচ্চ পদগুলির একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিত। ইহারা ফ্রান্সের কৃষি জমির ⅕ অংশের মালিক ছিল। ফ্রান্সে জমির উপর প্রত্যক্ষ করের নাম ছিল টাইলে। কিন্তু ফ্রান্সের আইনে অভিজাতেরা টাইলে আদায় দিতে বাধ্য ছিল না। ব্যাঘাত্বা ভিংটিয়েমে ও ক্যাপিটেশন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর প্রদান তাহারা নানা অজুহাতে এড়াইয়া যাইত। অভিজাত শ্রেণী রাস্তাঘাট নির্মাণ বা খাল খননের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম (corvee) বা কর দিত না। অভিজাত শ্রেণী তাহাদের জমিদারীতে নানা প্রকার সামন্ত সত্ত্ব ভোগ করিত, যথা, জমিদারীর সামন্ত উপসত্ত্ব বা Champart, জমিদারীতে

অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা

১. Hampson—Social History of the French Revolution.

২. Goodwin.

...বাহিনীর ব্যয়, ভার্সাইয়ের রাজদরবারে ১৮ হাজার কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, ইহাদের মধ্যে ১৬ হাজার কর্মচারী কেবল রাজপ্রাসাদের কাজের জন্যই বহাল ছিল। রানীর খাস চাকরের সংখ্যা ছিল ৫০০। রানী নিজে ... ও পোষাকের জন্য প্রচুর খরচ করিতেন। এই খাতের নিমিত্তে ... অর্থ ব্যয় হয়। ১৭৮৮ খ্রীঃ সরকারের এর মিটাইবার জন্য সরকার ... ০০,০০০,০০০ লিভর এবং সরকারের ঋণের সুদের দরুণ আরও ৩১৮,০০০,০০০ লিভর। ... অর্থ না থাকায় ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকিতে বাধ্য হন। ... মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে অর্থনৈতিক সমস্যার মূলকথা ... অমিতব্যয়িতা বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারের অক্ষমতা'।[১]

... মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বহুগুণে বাড়িয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যের দাম ... গেলেও শ্রমিকের ও দিন মজুরের মজুরী বাড়ে নাই। ফলে খাদ্যের জন্য দাঙ্গা (Bread riot) আরম্ভ হয়। ... ঐতিহাসিক ... বলেন যে, ১৭৭৫—১৭৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত প্যারিস, ... প্রভৃতি শহরে রুটির দাঙ্গা চলে। খাদ্যদ্রব্যের দাম শতকরা ৬৫ ভাগ বাড়িয়া যায়। উপরন্তু ১৭৮৮ খ্রীঃ নিদারুণ শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে শস্য হানি ঘটে। গ্রামের ... দলে দলে খাদ্যের সন্ধানে শহরের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। বুরবোঁ সরকার এই সঙ্কটের মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হয়।

মুদ্রাস্ফীতি ও শস্য হানি

দার্শনিকদের প্রভাব : অষ্টাদশ শতক ছিল আলোকিত শতাব্দী। এই শতকে ইউরোপে যুক্তিবাদের জাগরণ ঘটে। লোকে যাহা চলিতেছে তাহাকে মানিয়া না লইয়া, প্রচলিত ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি বিচার করিতে শিখে। অষ্টাদশ শতকে ফরাসী দার্শনিকদের রচনা যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে বিশেষ কার্যকরী হয়। দার্শনিকগণ এই মত প্রচার করেন যে, প্রজার কল্যাণ করিবার নিমিত্তই রাজা আছেন। দার্শনিকেরা বলেন যে, প্রকৃতির নিয়মে অধিকারের সহিত কর্তব্যও থাকে। সুতরাং রাজা কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করিতে পারেন না, তাঁহাকে কর্তব্য করিতেও হইবে। হেলভিসিয়াস (Helvitius) নামক দার্শনিক বলেন যে, "জনকল্যাণের দ্বারা সামগ্রিক সুখ বাড়িবে।" হলব্যাখ (Holbach) বলেন যে, "মানুষ আদিতে সুখী ছিল। রাজনৈতিক ... শক্তির অনাচারের ফলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়াছে।"

যুক্তিবাদী দর্শন : রাজশক্তির কর্তব্য সম্পর্কে নূতন চিন্তা

দার্শনিকদের মধ্যে মন্তেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫) স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, "যদি একই ব্যক্তির হাতে সরকারের আইন, বিচার ও কার্যনির্বাহক বিভাগ ন্যস্ত থাকে তবে রাষ্ট্রের ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পাইবে।" তিনি তাঁহার আইনের মর্ম বা স্পিরিট অফ লজ (Th

মন্তেস্কু, ক্ষমতার

---

১. "The essence of the financial problem on the eve of the Revolution w... the impossibility of reducing these heavy items of expenditure." Goodwin... French Revolution, P. 18

ধনিক শ্রেণী বুঝাইতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক বুঝাইত। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ বণিকশ্রেণীর বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়া ছাড়া অপর সকল বুর্জোয়া ছিল সম্পদশালী। কিন্তু জন্ম কৌলিন্যের অভাবে ইহারা ফ্রান্সে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাইত না। ধনী বুর্জোয়ারা ধনী হইলেও বংশ কৌলিন্য না থাকায় সরকারের কাছে মর্যাদা ও সম্মান পাইত না। এজন্য তাহারা অভিজাতদের ঈর্ষা করিত। আর পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল দার্শনিকদের চিন্তাধারায় উদ্দীপিত এবং পুরাতনতন্ত্রের তীব্র সমালোচক। হ্যাম্পসনের মতে, "বুর্জোয়া শ্রেণীর সকল শাখাই অভিজাতদের সমালোচনা করিত। তাহারা অভিজাত শ্রেণীর সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভের ইচ্ছা পোষণ করিত" (All branches of the upper middle class had therefore been inclined both to criticise the aristocracy and to aspire noble status.)[1] বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল ফরাসী সমাজের সর্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট শ্রেণী। কারণ ইহাদের অর্থ ও বিদ্যা থাকিলেও ইহারা অভিজাতদের সমান মর্যাদা পাইত না। বুর্জোয়া শ্রেণীই ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্র ভাঙিবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

কৃষক শ্রেণী: তৃতীয় শ্রেণীর বৃহদংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। কৃষকদের মধ্যেও নানা ভাগ ছিল। (ক) স্বাধীন কৃষক নিজের জমি নিজে চাষ করিত। আর্থার ইয়ং-এর তথ্য থেকে জানা যায় যে, ফ্রান্সে প্রতি ৪ জন কৃষকের ১ জন নিজ জমির মালিক ছিল। এই শ্রেণী ফ্রান্সের ⅓ অংশ কৃষি জমির মালিক ছিল। কিন্তু বেশিরভাগ স্বাধীন কৃষক পরিবারগুলির জমির পরিমাণ এত কম ছিল যে, তাহার আয়ে তাহাদের দিন চলিত না। (খ) বেশির ভাগ কৃষক ছিল ভাগ চাষী বা বর্গা চাষী বা মেতায়ার (Metayers)। ইহারা জমিদারের জমিতে ভাগে চাষ করিত। সকল প্রকার কর মিটাইয়া উৎপন্ন ফসলের মাত্র ২০ শতাংশ ইহাদের হাতে থাকিত। কৃষকদের ¼ অংশ ছিল ভূমিহীন দিন মজুর। ইহারা কখনও কখনও খাজনায় জমি আবাদ করিত। প্রতি ২০ জন কৃষকের ১ জন ছিল ভূমিদাস। ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। নানা প্রকার সামন্ত কর, টাইদ ও সামন্ত প্রভুর নানা দাবী মিটাইয়া ও বেগার খাটিবার পর ভূমিদাসদের ভাগ্যে কিছুই থাকিত না। কৃষকদের অসন্তোষের সাধারণ কারণ ছিল টাইলে বা ভূমিকর, টাইদ বা ধর্মকর ও সামন্তকরের বোঝা। কৃষকদের এই শোষণের ফলে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে গভীর অসন্তোষ ছিল। গাবেল কর, গীর্জা কর প্রভৃতি আদায় দিয়া কৃষককে অনাহারে থাকিতে হইত। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক লাব্রুসের মতে, "অষ্টাদশ শতকের ফরাসী কৃষকরা ছিল সর্বাপেক্ষা শোষিত।"

এছাড়া ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল প্যারিস এবং লায়ন্স প্রভৃতি শহরের শিল্প শ্রমিক, ছোট কারখানার মালিক, দিন মজুর প্রভৃতি। শহরের শ্রমিক ও নিম্ন ... খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য ক্ষুব্ধ ছিল। খাদ্যদ্রব্যের দাম প্রায় ৬০% বাড়ে; সেই তুলনায় মজুরী বাড়ে মাত্র ২২%।

১. Hampson.—P. 17.

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic condition) : "ফ্রান্স ছিল যেন অর্থনৈতিক অব্যবস্থার একটি প্রকাণ্ড যাদুঘর" (France was a vast museum of economic errors)। ফ্রান্সের তিনটি প্রধান কর ছিল, যথা টেইলি[1] বা সম্পত্তি কর, ক্যাপিটেশন[2] বা উৎপাদন কর ও ভিংটিয়েমে[3] বা আয়কর।

প্রত্যক্ষ কর : নীতি

কিন্তু যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় যাহারা যথাক্রমে $\frac{1}{10}$ অংশ ও $\frac{1}{5}$ অংশ ফ্রান্সের ভূসম্পত্তির মালিক ছিল তাহারা টেইলি কর দিত না। যাজক সম্প্রদায় পোইসির চুক্তি (১৫৬১ খ্রীঃ) অনুযায়ী স্বেচ্ছা কর দিত। রাজা তাহাদের উপর নির্দিষ্ট ও সমানহারে কর বসাইতে পারিত না। এদিকে অভিজাতরাও নানাভাবে ক্যাপিটেশন এবং আয়কর বা ভিংটিয়েমে এড়াইয়া যাইত। ইহার ফলে এই তিনটি প্রত্যক্ষ করের প্রধান বোঝা পড়িত তৃতীয় শ্রেণীর ঘাড়ে। যদিও উচ্চ যাজক ও অভিজাতরা ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদের ৪০% ভাগের মালিক ছিল, তাহারা এই বিরাট সম্পদের জন্য ন্যায্য কর দিত না। কর ধার্য করিবার ক্ষেত্রে ত্রিবিধ দুর্নীতি যথা "বিশেষ অধিকার", কম হারে কর এবং কর ছাড় (Privilege, concession and exemption) ফ্রান্সের রাজস্ব ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। তাছাড়া ইন্টেন্ডেন্ট নামক রাজস্ব কর্মচারীরা ছিল ঘোর দুর্নীতিগ্রস্ত, অমিতব্যয়ী। ফলে যে কর আদায় হইত তাহার বেশীর ভাগ কর্মচারী পোষণে ঢালিতে হইত।

উপরোক্ত তিনটি প্রত্যক্ষ কর ছাড়াও ফরাসী সরকার গাবেলা (Gabella) বা লবণ শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ কর আদায় করিত। তৃতীয় শ্রেণী সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দিত।

পরোক্ষ কর : কর নীতি

তাহারা গীর্জাকে টাইদ (Tithe) অর্থাৎ ফসলের $\frac{1}{10}$ ভাগ কর দিত। সামন্ত প্রভুদের জন্য কর্ভি বা বিনা মজুরীতে কাজ করা, বানালিতে (Banalites) প্রভৃতি বাধ্যতামূলক কর দিত। সরকার, গীর্জা ও সামন্ত প্রভুদের কর মিটাইয়া তৃতীয় শ্রেণী, বিশেষতঃ কৃষকদের হাতে আর বিশেষ কিছু থাকিত না। এদিকে প্রথম দুই শ্রেণী কর এড়াইয়া বহাল তবিয়তে দিন কাটাইত। তৃতীয় শ্রেণীর দুর্ভোগ ইহাতেও শেষ হইত না। সরকার ও সামন্ত প্রভুরা মালপত্রের উপর ইচ্ছামত শুল্ক আদায় করায় ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইত। এজন্য সাধারণ লোকেদের চড়া দামে জিনিসপত্র কিনিতে হইত। শুল্ক ব্যবস্থার অনাচারের জন্য ফরাসী বণিক ও ব্যবসায়ীরা সরকারের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারা স্থানীয় শুল্ক ব্যবস্থা রদ করিয়া কেন্দ্রীয় শুল্ক ও অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য দাবী জানায়।

ফ্রান্সের অর্থনীতির অপর অন্ধকারময় দিক ছিল সরকারী অপচয় এবং রাজপরিবারের অমিতব্যয়িতা। সরকারের রাজস্ব খাতে যাহা আয় হইত কর্মচারীদের বেতন, যুদ্ধের খরচ ও রাজপরিবারের ব্যয় মিটাইতে তাহাতে সঙ্কুলান হইত না।

---

১. ফরাসী উচ্চারণ তেই।
২. ফরাসী উচ্চারণ কাপিতাসিঁও।
৩. ফরাসী উচ্চারণ ভ্যাঁতিয়াম।

Spirit of Laws) গ্রন্থে অষ্টাদশ শতকের [illegible] আইন ও বিচার বিভাগকে পৃথক করার পরামর্শ দেন। [illegible] ইহার দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে। [illegible] ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রশংসা করেন। তাঁহার পারসিক পত্রাবলী (The Persian Letters) নামক গ্রন্থে তিনি ফরাসী সমাজের [illegible] স্বেচ্ছাচারী ও রাজা শাসন ব্যবস্থার বহু দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটন করেন। ভলতেয়ার (Voltaire) ছিলেন [illegible] প্রতিভা। তাঁহার সাহিত্য [illegible] তিনি গীর্জার দুর্নীতিগুলি তাঁহার শাণিত ব্যঙ্গের দ্বারা কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি [illegible] জন্য লেখনী ধরিয়াছেন। ফ্রান্সের শিক্ষিত সমাজ তাঁহার রচনা পড়িবার জন্য [illegible] হইয়া থাকিত। ভলতেয়ারের রচনার ফলে গীর্জার ব্যবস্থা সম্পর্কে লোকের আস্থা নষ্ট হইয়া যায়।

দার্শনিক রুশো বা জাঁ জ্যাক রুশো ছিলেন সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও বৈপ্লবিক চিন্তানায়ক। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র না হইলেও তাঁহার মতবাদের ব্যাপকতা অস্বীকার করা যায় না। রুশো তাঁহার বিখ্যাত রচনা সামাজিক চুক্তি (Contract Social) গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে এই মত প্রচার করেন যে, ঈশ্বর রাজা বা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন নাই। জনসাধারণই রাষ্ট্রের উৎস। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের হাতেই থাকে। রাজা জনগণের [illegible] বাধ্য। তিনি আরও বলেন যে, মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মায়। সামাজিক ব্যবস্থা মানুষকে শৃঙ্খলিত অথবা পরাধীন করে। রুশোর এই বৈপ্লবিক মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে।

রুশোর মতবাদ

এনসাইক্লোপিডিস্ট (Encyclopaedist) বা বিশ্বকোষ রচয়িতাগণ ফ্রান্সে বিপ্লবের পটভূমি গঠনে সহায়তা করেন। ডেনিস দিদেরো, ডি এলেমবার্ট (D. Alembert) বা দালেমবার্ট প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন বিশ্বকোষ গ্রন্থের প্রণেতা। দার্শনিকদের রচনাও এই গ্রন্থে স্থান পায়। ১৭৬৫ খ্রীঃ এই গ্রন্থের ৪ হাজার কপি বিক্রয় হয়। অষ্টাদশ শতকে ফিজিওক্র্যাট (Physiocrat) নামে এক প্রকার অর্থনৈতিক মতবাদের উদ্ভব হয়। অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ছিলেন এই মতবাদের প্রবর্তক। ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ কুয়েসনে (Quesney) ছিলেন ফ্রান্সে এই মতবাদের প্রধান প্রচারক। ফরাসী ফিজিওক্র্যাট মতের অনুগামীরা বাণিজ্যবাদকে (Mercantilism) ভ্রান্ত মতবাদ বলিয়া সমালোচনা করে। ইহারা ফ্রান্সের শুল্ক নীতি, নিয়ন্ত্রণ প্রথার তীব্র সমালোচনা করে। ইহারা অবাধ বাণিজ্য নীতি ও খাদ্যশস্যের খোলা বিক্রয়ের দাবী করে।

বিশ্বকোষ রচয়িতা ও ফিজিওক্র্যাটগণ

দার্শনিকদের মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের সৃষ্টি না করিলেও ইহা পরোক্ষভাবে বিপ্লবের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে (বিশদ আলোচনা পৃঃ ৩১ দ্রষ্টব্য)। পুরাতনতন্ত্র বা ফ্রান্সের পুরাতন সমাজ ও শাসনব্যবস্থার ত্রুটি দেখাইয়া ইহারা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করিয়া দেয়। সাধারণ লোকে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার

...উঠিতে পারে। প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে দার্শনিকদের সমালোচনা এমন একটা [illegible] সৃষ্টি করে যে তাহার চাপে পুরাতনতন্ত্র ভাঙিয়া পড়ে। [illegible] বিপ্লব সৃষ্টিতে এই দার্শনিকদের চিন্তা কাজ করে।

বৈদেশিক প্রভাব (Foreign Influences): ফরাসী বিপ্লব ঘটাইতে বৈদেশিক প্রভাবও কিছু কাজ করিয়াছিল। ইংলণ্ডে ১৬৮৮ খ্রীঃ গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution) ঘটিবার ফলে ইংলণ্ডে স্বৈরতন্ত্র দূর হইয়া পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রিত নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র স্থাপিত হয়। ইংরাজ দার্শনিক লক (Locke) এর মতবাদ এই বিপ্লবে কার্যকরী হয়। প্রতিবেশী ফরাসী দেশের চিন্তাবিদেরা ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ফ্রান্সে অনুরূপ শাসন প্রবর্তনের সংকল্প নেন। উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে (American War of Independence) বহু ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক কাজ করেন। মার্কিন দেশ হইতে তাঁহারা টম পেইনের (Tom Paine) ভাবধারা, প্রজাতন্ত্রবাদ এবং মানবাধিকারের আদর্শ গ্রহণ করেন। লাফায়েৎ প্রমুখ ফরাসী নেতা স্বদেশে ফিরিয়া মার্কিন প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শ ফ্রান্সে রূপায়িত করার কথা ভাবেন।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব

এইভাবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইতিমধ্যে অর্থ সংকটের দরুন ষোড়শ লুই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকিলে বিপ্লব আরম্ভ হয়।

ফরাসী বিপ্লবের সহিত ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক (How far the French economy contributed to the outbreak of the French Revolution): ফরাসী বিপ্লব ঘটিবার জন্য অর্থনৈতিক কারণ কতটা দায়ী ছিল ইহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। কার্লাইল প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা রাজনৈতিক কারণকে গুরুত্ব দিয়াছেন। থিয়ার্স ও মিনেৎ প্রভৃতি ঐতিহাসিকরাও এই অভিমত দিয়াছেন যে, ফরাসী রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই ছিল ফরাসী বিদ্রোহের কারণ। জুলে মিশেলেই সর্বপ্রথম ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মিশেলে ছিলেন গণতান্ত্রিক ভাবধারার ঐতিহাসিক। তিনিই সর্বপ্রথম বলেন যে, "পুরাতনতন্ত্রের অনাচার, অবিচার, শোষণ, নীচু শ্রেণীর প্রতি চরম অবহেলা [illegible] বর্তমান ছিল ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণ"। মিশেলের মত ছিল যে, পুরাতনতন্ত্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের জনতার জাগরণ ঘটিয়াছিল। মিশেলের পরবর্তী কালে টেইন প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা দার্শনিকদের প্রভাবকে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। টেইনের মতে, বুর্জোয়া শ্রেণী দার্শনিকদের ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া জনতার সাহায্যে পুরাতন ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া ফেলে। ঊনবিংশ শতকের লেখকেরা দার্শনিকদের প্রভাবকেই বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন।

বিংশ শতকে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে আরও গভীর গবেষণার ফলে এই বিপ্লবের

Date – [illegible]

ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

[illegible] ফরাসী [illegible] বিপ্লব, [illegible] [illegible]

[illegible] মন্তেস্কু [illegible] (The Persian Letters) [illegible] (The Spirit of Laws) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ডিডেরো, [illegible] Encyclopaedia [illegible]

[illegible]

৫. ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণগুলি আলোচনা কর?

উঃ ① ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের রাজতন্ত্র ষোড়শ লুই ও ফরাসী রাজতন্ত্র [illegible] স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। ফরাসি বিপ্লবের আগে ফরাসী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় [illegible] বিশৃঙ্খলা, রাজাদের ভোগ এবং দুর্নীতির দরুন দেশের অবস্থা [illegible] ছিল না। রাজার আদেশই আইন [illegible] হিসেবে গণ্য করা হত। রাজার কোনো সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অভিজাতরা রাজার বিভিন্ন উচ্চপদ দখল করে [illegible] ছিল না, যে কোনো [illegible] সংক্রান্ত [illegible] এই সব [illegible] ছিল না।

② পুরাতন বিচার ব্যবস্থা — ① [illegible] বা [illegible] ② [illegible] [illegible] অধিকার ছিল। [illegible] প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী সম্প্রদায় [illegible] ছিল। [illegible] তৃতীয় শ্রেণী সকল প্রকার কর দিতে বাধ্য হত। [illegible] সংখ্যায় এবং [illegible] [illegible] নিজেদের [illegible] [illegible] কালে এই [illegible] আরও [illegible] যায়।

③ রাজার [illegible] হুকুম [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] করা হত। [illegible] প্রচুর অর্থ [illegible] বিপ্লবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পায়। যদিও লুই [illegible] (১৭৭৪) [illegible] [illegible] কিছু সংস্কার [illegible] [illegible] করেন [illegible] (১৭২৫ – ১৭৭৪) [illegible] করেন। [illegible] লুই এর আমলে [illegible] [illegible] ১৭৫৬ – ৬৩ [illegible] [illegible] [illegible] যুদ্ধ ১৭৪০ – ৪৮ খ্রীঃ এবং [illegible] যুদ্ধ [illegible] ১৭৭৮ থেকে [illegible] [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

P.T.O —

বিপ্লবোত্তর সংবাদে বিপ্লবীরা মার্ক্সবাদীদের মতকে এবং অন্যান্য মূল সমালোচনা করেন। এরা ক্রমওয়েলের অনুগামীদের নিয়ন্ত্রণ প্রভাব তাঁর সমালোচনা করে। পূর্বেরা এরা আবার সাধিত্রী নীতি-র ধর্ম অনুসার নেতা নিজেদের স্বার্থ-অর্জন। অন্যদিকে মার্ক্সবাদীরা তাদের রচনার দ্বারা ক্রমওয়েলের যে চেহারা বিপ্লবের শেষ অবধি তুলে দিয়েছিল তাই নয়, এমনকি ইংল্যান্ডে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার তাদের রচনার দ্বারা ক্রমওয়েলের যে উজ্জ্বল বিপ্লবের রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাবে জায়গা গ্রহণ করেছিল। মুক্তমত প্রকাশ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সমাজে সাধারণ মানুষের ভোট দিয়ে এর মাধ্যমে সমাজে ইংল্যান্ডের জনগণের জায়গা করে দেয়। আবার লেখকেরা তাদের সুখ দুঃখের কথা বলতে পারেন। প্রতিদিন মানুষ সম্পর্কে সাহিত্যিকদের সমালোচনা বেশিরভাগ উপন্যাসের মধ্যে হয় যে তাদের প্রভাবে পুরাতন তন্ত্র ভেঙে পড়ে। এই ভাবে বিপ্লবের সামাজিক প্রকৃতি তুলে সাহিত্যিকদের রচনা আরও জয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে (সাত বছর-ব্যাপী যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করে ফ্রান্সের অর্থনীতিকে চরম সংকটের মধ্যে ঠেলে দেয়।

(৫) মূল সমস্যা ছিল ফ্রান্সের রাজকোষের ঘাটতি। সমাজের [illegible] বিশেষ অধিকার বৃদ্ধি পায়। যাজক ও অভিজাতদের উচ্চ যাজক সম্প্রদায় কোনো কর দিতেন না। তার ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে, কিন্তু [illegible] জাতীয় আয়ের [illegible] এই দুই শ্রেণির কোনো সম্পত্তির উপর কর দিতে হত না। লুই ১৬ (ষোড়শ) তুর্গো এর অর্থমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করে এই সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট করেন, কিন্তু অভিজাত শ্রেণি তাঁদের অধিকারের বিলোপ মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল, দুর্বল চিত্ত লুই এই বিষয়ে অভিজাত শ্রেণি ও যাজক উচ্চ শ্রেণির [illegible] উপর কোনো কর আরোপ করতেও অস্বীকার করেন। তার অর্থমন্ত্রী তুর্গো নিজ [illegible] উপর [illegible] প্রস্তাব দাবি করেন কিন্তু অভিজাত শ্রেণি ও [illegible] উপর [illegible] ১৭৭৬ সালে তাকে পদচ্যুত করা হয়। পরবর্তী মন্ত্রী নেকার ১৭৮১ সালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুর্গতির এক বিবরণ প্রকাশ করেন, তাতে রাজকীয় [illegible] প্রকৃত চিত্র ধরা পড়ে। এর ফলে তিনি বিতাড়িত হন। কিছুদিন পরে পরবর্তী মন্ত্রী ক্যালোন ঋণ গ্রহণের নীতি অনুসরণ করেন। ১৭৮৬ সালে ফ্রান্সের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০০০০০০০০ লিভর। এই সংকট মোকাবিলার জন্য ১৭৮৭ সালে তিনি বিশিষ্ট অভিজাত শ্রেণীর সভা আহ্বান করেন, এই সভায় তিনি প্রস্তাব করেন যে অভিজাত শ্রেণী রাজকোষকে সাহায্য করার জন্য কিছু কর দেবেন। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর এই সভা সেই প্রস্তাব মেনে নেয়নি। [illegible] ১৭৮৯ সালে স্টেটস জেনারেল আহূত হলে ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা প্রাধান্য পায়। এই শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক, শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়া। যদিও এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য ছিল।

P.T.O –

... ছিল না। তাই অধিকারহীন [illegible] কর্মহীন দিনযাপন। এদের নিজেদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। [illegible] বিশেষ বিশেষ [illegible] ভাগে পড়ে আদালতগুলি। বিচারব্যবস্থা ছিল জটিল, ব্যয়বহুল এবং বিশেষ [illegible] ছিল অযোগ্য

[illegible] এই

অধিকারীর কারসাজি ছিল। [illegible] বিচারক-পদ [illegible] অক্ষম ও অসৎ ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। রাজা বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী [illegible] তাঁকে [illegible] করার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। '*লেটার দ্য কাশে*' নামক আদেশ দ্বারা রাজা যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখতে পারতেন। স্বভাবতই বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের কোনই আস্থা ছিল না।

সামগ্রিক রাজস্বব্যবস্থা ছিল বৈষম্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের তালিকা ছিল বিরাট। কিন্তু সকল প্রদেশ বা সর্বশ্রেণীর মানুষের ওপর করভার সমভাবে বণ্টিত ছিল না। যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর সীমিত সংখ্যক মানুষ ছিল সীমাহীন সম্পত্তি ও অর্থের মালিক।

[illegible]

কিন্তু তারা নানাভাবে করদানের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে যেত। কিন্তু ভূমিহীন কৃষক, দিনমজুর, শ্রমিক ও কিছু মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ বহন করত সমস্ত করভার। ফলে একদিকে ছিল প্রাচুর্য, অন্যদিকে দুঃখ, দারিদ্র্য এবং অনাহার। তা ছাড়া, নিয়মানুযায়ী নতুন কর আরোপের ক্ষমতা রাজার ছিল না, তাই দেশের প্রয়োজন মেটাতে রাজাকে প্রায়ই ঋণ গ্রহণ করতে হত।

এইভাবে ফরাসী প্রশাসন পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। চতুর্দশ লুই-এর আমলে এই সংকট ছিল অন্তঃসলিলা, কিন্তু পঞ্চদশ লুই-এর রাজত্বকালে তা নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন অলস,

[illegible]

বিলাসপ্রিয়, অমিতব্যয়ী এবং যুদ্ধোন্মাদ। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে যোগদান করে তিনি রাজকোষকে একেবারে শূন্য করে দেন।

শূন্য রাজকোষ, বিরাট ঋণের বোঝা ও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন এক শাসনযন্ত্র উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন ষোড়শ লুই (১৭৭৪ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন শিকারপ্রিয়, সিদ্ধান্তগ্রহণে অক্ষম, ব্যক্তিত্বহীন

[illegible]

ও দুর্বল। স্বভাবতই রাজার ব্যক্তিত্ব-নির্ভর প্রশাসনের অসংগতি ও জটিলতা তাঁর আমলে জটিলতর হয়ে ওঠে। তাঁর আমলে বকলমে শাসন ছিল রানী মেরী আঁতোয়ানেৎ-এর হাতে। দাম্ভিকা এই রমণী কখনই সৎ-পরামর্শ দিয়ে রাজাকে এগিয়ে নিতে পারেননি। পরন্তু অভিজাতদের অন্যায় দাবি দাওয়াকে সমর্থন করে প্রশাসনকে আরও জনবিমুখ করে তুলেছেন। তাই লেফেভর মন্তব্য করেছেন, "*ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ নির্ণয়কালে রাজা-রানীর চরিত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।*"

ঐতিহাসিক কিসার বিপ্লবের জন্য বুরবোঁ রাজতন্ত্রকে দায়ী করে বলেছেন যে, ফরাসী রাজতন্ত্র সামন্তশ্রেণীর বিশেষ সুবিধার প্রশ্নটির সমাধান করতে পারেননি। সামন্ততন্ত্রের শেষটুকু নির্মূল করার শক্তি তাঁদের ছিল না। তাঁর ভাষায় : "*The revolution came because the monarchy was to solve the question of privilege: it was not strong enough to overthrow the remains of feudalism.*"

তাঁর মতে, অর্থসংকট মোচনের জন্য 'স্টেটস জেনারেল' আহ্বান করে অভিজাতদের বিশেষ অধিকার বিলোপের মাধ্যমে তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে শান্ত করার সুযোগ ষোড়শ [illegible]ই নিতে ব্যর্থ হয়ে বিপ্লব ডেকে এনেছিলেন।

সকলেই এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে সাম্রাজ্যিক কোম্পানি এবং কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থনৈতিক শোষণের [illegible] কৃষক, জমিদার ও [illegible] সম্প্রদায় [illegible] একটি প্রকৃত অর্থনৈতিক [illegible] প্রধান ভূমিকা ছিল।

⑤ যখন সরকারী নীতিতে সম্প্রদায় [illegible] আমাদের [illegible] এবং নিজেদের [illegible] শোষণ করতে আগ্রহী ছিলেন, তখন সরকারী কৃষক সম্প্রদায়ের অভিযোগ ছিল অত্যধিক করের বিরুদ্ধে। [illegible] প্রদান করতে হত। সম্প্রদায়কে [illegible] দিতে হত। (জমিদার বা ইজারাদার বা [illegible]) অর্থনৈতিক [illegible] দুই তৃতীয়াংশ [illegible] এবং [illegible] করতে হত। সময় থেকে [illegible] খাদ্য দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটে [illegible] কৃষকেরা আক্রান্ত হয়। ১৭৭৫ - ১৭৮৮ সালে [illegible] হয়। ১৭৮৮ সালে [illegible] কর্মহীন কৃষক ও মজদুরের [illegible] ১৭৮৩ সালে [illegible] বিদ্রোহ [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible]। [illegible] এবং বিদ্রোহ শেষ হয়।

ও তাহার বালক পুত্রকে পাইয়াছি।" ঐতিহাসিক হাইকাজের মতে, এই পলা-
ফরাসী রাজতন্ত্রের শবযাত্রার প্রতীক" (The funeral march of monarchy)। রাজাকে প্যারিসে আনিবার ফলে তিনি বিপ্লবী নেতাদের নি-থাকিতে বাধ্য হন। জাতীয় পরিষদও প্যারিসের জনতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ঘটনার ফলে বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ফরাসী সংবিধান সভা

(The Constituent Assembly of France)

সংবিধান সভার কার্যকলাপ: ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারের ঘোষণা (Work of the Constituent Assembly: Declaration of the Rights of Man and Citizen): জাতীয় স- (National Assembly) ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনার কাজে হাত দে-

সংবিধান সভার গঠন

এই সভা সংবিধান সভায় (Constituent Assembly) রূপান্তরিত হয়। এই সভার অধিকাংশ সদস্যরা ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। শ্রমিক বা কৃষকশ্রেণীর প্রতিনিধি এই সভায় নগণ্য ছিল। সুতরাং সংবিধান সভা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের দি- লক্ষ্য রাখিয়া সংবিধান রচনা করে। সংবিধান সভার সভ্যরা দার্শনিকদের ভাব- দার্শনিক আদর্শের মাধ্যমে বাস্তবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে। সংবিধান স- ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া ফ্রান্সে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্ত- প্রচেষ্টা করে।

জাতীয় সভার আদেশে ৪ঠা আগস্ট, ১৭৮৯ খ্রীঃ আইনবলে সকল সামন্ততন্ত্র লোপ করা হইয়াছিল। (আগে পৃঃ ৫৬ দ্রষ্টব্য)। সংবিধান সভা এই সিদ্ধান্তকে আইনের

সামন্ততন্ত্রের বিলোপ

স্বীকৃতি দেয়। সামন্ত প্রথা লোপের ফলে ভূমিদাস প্রথা, বেগার বা কর্ভি প্রথা, সামন্ত কর, মামলা প্রথা, মৌরাস বা শস্য প্রথা, টাইদ বা ধর্ম কর, অভিজাতদের বিশেষ অধিকার যথা সরকারী পদাধিকার, কর হইতে অব্যাহতি, বেসামরিক কর, মধ্যবিত্ত প্রথা প্রভৃতি লোপ পায়। অভিজাতদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

সংবিধান সভা ইহার পর 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকারসমূহের ঘোষণা' (২৬শে আগস্ট, ১৭৮৯ খ্রীঃ) করে (Declaration of the Rights of Man an-

পরীক্ষাভাবে বিশ্লেষণ করলে বিপ্লবের মতকে মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমত, অভিজাতদের বিশেষ সুবিধা হ্রাস বা কিছু সংস্কার করলেই বিপ্লবপন্থীরা সন্তুষ্ট হত, একথা ঠিক নয়। কারণ ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানে বিপ্লবীরা কেবল অভিজাতদের সুবিধাই হ্রাস করেনি, রাজার ক্ষমতাও কেড়ে নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, রাজা ছিলেন নিরুপায়। তাঁর স্বার্থ ও অভিজাতদের স্বার্থ ছিল জড়িত। যদি না সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ সুবিধা হ্রাস করতে গেলে তাঁর নিজের স্বার্থেই টান পড়ত। টমসন ঠিকই বলেছেন, "সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিশেষ অধিকার এবং রাজার শাসনাধিকার একই ভিত্তির ওপর স্থাপিত ছিল। এর একটিকে ধ্বংস করলে রাজতন্ত্র ধসে পড়ত।" তাঁর ভাষায় : "*The right of the king to rule existed on the same foundation as the rights and immunities of the privileged order. To attack any part of this, was to attack every other part including the royal power itself.*"

রাজার কেন ব্যর্থ

● ***প্রশ্ন ১.৬ । ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবের জন্য ষোড়শ লুই ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে দায়ী ছিলেন? (How Louis XVI was personally responsible for the Revolt of 1789.)***

□ *উত্তর।* ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লব ছিল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণের সামগ্রিক ফল। তবে ঐ সকল সংকট এড়ানোর ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত দক্ষতা ও দৃঢ়তা কিছুটা কার্যকরী হতে পারত। কিন্তু দুর্বলচেতা ও ব্যক্তিত্বহীন ষোড়শ লুই দৃঢ় হাতে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন নি। ষোড়শ লুই-এর দায়িত্বকে একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। একথা ঠিক, একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল। আর ষোড়শ লুই একটার পর একটা ভুল করে সেই পরিস্থিতিকে জ্বালামুখী করে তুলেছিলেন। প্রথমত, তিনি তৃতীয় সম্প্রদায়ের দাবি না মেনে এবং সভাগৃহ বন্ধ রেখে বিরাট ভুল করেন। তৃতীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যাভিত্তিক ভোটাধিকারের দাবি ছিল খুবই যুক্তিপূর্ণ। পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে রাজা তৃতীয় সম্প্রদায়ের দাবির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলে ভাল হত। দ্বিতীয়ত, উদারপন্থী ও বাস্তববাদী মন্ত্রীদের পদচ্যুত করে তিনি ভুল করেন। আর্থিক সংকটের প্রেক্ষিতে তুর্গো, ব্রিয়াঁ, ক্যালন, নেকার প্রমুখ মন্ত্রী কর-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত ছিল খুবই সংগত। কিন্তু রাজা ষোড়শ লুই অভিজাতদের ভয়ে এবং রানীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একের পর এক মন্ত্রীকে পদচ্যুত করে নিজের ও দেশের বিপদ ডেকে আনেন। তৃতীয়ত, ভিবাযোর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে দেশ থেকে পালাতে গিয়ে তিনি যে হঠকারিতা করেন, তার মাশুল তাঁকেই বইতে হয়। দেশবাসীর মধ্যে অবিশ্বাস রাজার প্রতি ছিলই। এখন রাজার দেশত্যাগের উদ্যোগ তাদের সেই অবিশ্বাসের আগুনে ঘৃতাহুতি করে। তারা ধরে নেয় যে, রাজা বিপ্লব-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। চতুর্থত, আইনসভার সাথে সহযোগিতা না করে এবং যাজক ও দেশত্যাগী অভিজাত (এমিগ্রী) সংক্রান্ত আইন অনুমোদন না করে নরমপন্থী বিপ্লবীদের উগ্রপন্থী বিপ্লবীগোষ্ঠীর মুঠোর মধ্যে ফেলে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন। সর্বোপরি সর্বনাশা বিদেশী যুদ্ধের ইন্ধন জুগিয়ে এবং আকাশকুসুম কল্পনা করে তিনি দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলেন।

● ***প্রশ্ন ১.৭ । ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে আগত কয়েকজন ফরাসী দার্শনিকদের মত***

যায় অর্থনৈতিক হতাশা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি করে। তার ওপর অনুর্বর শিলাবৃষ্টি ও ঝড় (১৭৮৮ খ্রীঃ) প্রচুর পরিমাণে শস্যহানি ঘটায়। [illegible] জনা যায়। মর্স স্টিফেন্স তাই বলেছেন, "ফরাসী বিপ্লবের কারণ ছিল মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—দার্শনিক বা সামাজিক নহে।"

[illegible]

বস্তুত ফ্রান্সের সমস্ত ব্যবস্থাটাই ছিল অচল। রাজতন্ত্রের স্বৈরাচার ও দুর্বলতা, সামাজিক বৈষম্য ও অনাচার, অর্থনৈতিক সংকট দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে প্রচলিত ব্যবস্থা ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাড়া দিয়ে তুলেছিল। উচ্চ বুর্জোয়াগোষ্ঠীভুক্ত বণিক, শিল্পপতি প্রমুখ এই সুযোগে তাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সক্রিয় করতে উদ্যোগী হয়। অভিজাতশ্রেণীর বাধা বৃদ্ধি রাজার সমস্ত সংস্কার-কর্মসূচীকে বানচাল করে দিয়ে নিজেদের পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে দেবার ক্ষেত্র তৈরী করে যাচ্ছিল। সমস্ত দিক যখন প্রস্তুত, তখন ফরাসী দার্শনিকরা প্রচলিত অসাম্যের প্রতি বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মন্টেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো, ডিদেরো, ডি-এলেমবার্ট প্রমুখ দার্শনিক রাজনীতি, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতির মুখোশ খুলে দিয়ে শিক্ষিত মানুষদের ও সাধারণ নিপীড়িত ফরাসীবাসীকে অধিকার-সচেতন করে তোলেন। এখন প্রয়োজন ছিল শুধু বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগের। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'স্টেটস জেনারেল' আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজও সম্পন্ন হয়ে যায়। শুরু হয় আলোড়ন সৃষ্টিকারী ফরাসী বিপ্লবের।

● *প্রশ্ন ১.২। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের জন্য বুরবোঁ রাজতন্ত্রের দায়িত্ব নির্ধারণ কর। (Enumerate the responsibility of the Burbon Monarchy for the French Revolution of 1789.)*

☐ *উত্তর।* ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রীঃ) একাধিক কারণের মধ্যে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের দায়িত্ব ছিল সনাতন। সম্পূর্ণাংশে না-হলেও বুরবোঁ শাসকদের দুর্বলতা, অস্থিরচিত্ততা ও অদূরদর্শিতা এই বিপ্লবকে বহুলাংশে অনিবার্য করে তুলেছিল।

ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল এককেন্দ্রিক স্বৈরাচার। রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে বিবেচিত হতেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য জাগতিক কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন আইন, বিচার এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। এ ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ব্যক্তিত্ববান ও ক্ষমতাশালী রাজার। রাজা চতুর্দশ লুই-এর আমলে এই এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু তিনি কখনও যুক্তিসঙ্গত শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন নি।

এককেন্দ্রিক স্বৈরাচার

চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকেই প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা প্রকট হতে থাকে। তখন স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। অভিজাতদের দমিয়ে রেখে নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হলেও, মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা দূর করার চেষ্টা করা হয়নি। দীর্ঘকাল স্টেটস্ জেনারেলের নির্বাচন হয়নি। পার্লেম (Parlement) ছিল অনাহূত ও অকেজো। কিন্তু ষোড়শ লুই পার্লমকে জাগিয়ে তুলতে বাধ্য হন। আবার এই পার্লমই অভিজাতদের প্রধান অস্ত্র হিসেবে রাজার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। রাজার সাথে মন্ত্রীদের কোন যোগাযোগ ছিল না। রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন। নিয়ন্ত্রণবিহীন মন্ত্রীগণ ছিল স্বার্থসিদ্ধির যড়যন্ত্রে মশগুল। স্থানীয় শাসনের দায়িত্ব ছিল 'ইনটেনডেন্ট'দের হাতে। এদের বাধাহীন অত্যাচার ও শোষণে জনজীবন [illegible]

লেফেভরের মতে, "এই ঘোষণাপত্র ফরাসী বিপ্লবের পৌরাণিক মর্যাদা দান করে।"[1] আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং রুশো প্রমুখ দার্শনিক চিন্তার উপর নির্ভর করিয়া এই ঘোষণাপত্র রচিত হয়।

দার্শনিক প্রভাব

এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে :—(১) মানুষ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মানুষ ইহা ভোগ করিবার অধিকারী। (২) মানুষ জন্ম হইতেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রকৃতি-দত্ত অধিকার লাভ করে। এই অধিকারগুলি হইল স্বাধীনভাবে বাঁচিবার, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করিবার, জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকার। এই অধিকারগুলি কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। (৩) আইনের উৎস হইল জনমত। জনমতের বিরুদ্ধে আইন রচিত হইতে পারে না।[2] (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র জাতির মধ্যেই নিহিত থাকে। রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহেন। (৫) আইনের চক্ষে সকল নাগরিক সমান। কেহ কোন বিশেষ সুযোগ বা অধিকার পাইবে না। সকল নাগরিক সমান সুযোগ লাভে যোগ্যতায় অধিকারী। (৬) সম্পত্তি ভোগের অধিকার হইল একটি পবিত্র অধিকার। আইনের সাহায্য এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়া কাহারও সম্পত্তি হরণ করা যাইবে না। (৭) আইনের সাহায্য ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা কারাদণ্ড দেওয়া হইবে না। (৮) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার বলিয়া গণ্য হইবে। (৯) পরিশেষে, এই ঘোষণাপত্রে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

মানুষের অধিকারের ঘোষণা

ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র ছিল নিঃসন্দেহে একটি উচ্চ-আদর্শের পরিচয়। এই আদর্শগুলি কেবলমাত্র ফরাসী জাতিকে অনুপ্রাণিত করে নাই। ইওরোপের নিপীড়িত জনসাধারণ ইহার মধ্যে মুক্তির নির্দেশ খুঁজিয়া পায়। লেফেভরের মতে, "ইওরোপের সর্বত্র এই ঘোষণাপত্রের মন্ত্র এক নবযুগের সংকেত সূচনা করে।"[3] ঐতিহাসিক অলার্ডের (Aulard) মতে, "এই ঘোষণাপত্র ছিল পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যুর দলিল।"[4]

অধিকারের ঘোষণার গুরুত্ব

'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার' ঘোষণাপত্রের বিশেষ কয়েকটি ত্রুটি ছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া এই ঘোষণাপত্র রচনা করে। ফলে সর্বসাধারণের মৌলিক অধিকারের কথা ইহাতে উল্লেখ করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, এই ঘোষণাপত্রে জীবিকার অধিকার ও কাজ করিবার অধিকার স্বীকৃত হয়

1. "The Declaration unfolded the mythical character of the French Revolution."—Lefebvre. P. 149
2. David Thomson. P. 42
3. Lefebvre. P. 148.
4. "The Declaration was a death certificate of the Old Regime." Aulard.

নাই। ইহার ফলে সম্পত্তিবানদের অধিকার স্বীকৃত হইলেও সম্পত্তিহীনদের অধিকার উহ্য থাকে। ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলা হইলেও তাহার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা অনুক্ত থাকে। তৃতীয়ত, এই ঘোষণায় নাগরিকের অধিকারের কথা ঘোষিত হইলেও নাগরিকের কর্তব্যের (Duties) কথা অনুক্ত থাকে। জর্জ রুদের মতে, "নাগরিক অধিকার ঘোষণা পত্রে মহান আদর্শ ও আদর্শবাদ সত্ত্বেও ইহা ছিল একটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকারের দলিল"। প্রকৃতপক্ষে ইহার দ্বারা পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।[1]

নাগরিক অধিকার ঘোষণাপত্রের ত্রুটি

"মানব ও নাগরিকের অধিকারের" ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিবার পর, সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনার কাজে হাত দেয়। (১) বুরবোঁ রাজবংশের স্বৈর অধিকার নীতিকে বরবাদ করিয়া রাজাকে সংবিধানের অধীন করা হয়। রাজার সর্বময় ক্ষমতা লোপ করিয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র নির্বাহিক বিভাগ বা শাসন বিভাগের (Executive department) কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। (২) বংশানুক্রমিক রাজার উপাধি হয় "ফরাসী জাতির রাজা" (King of the French)। (৩) রাজার রাজকোষের অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় করার ক্ষমতা লোপ করা হয়। রাজার নিজ ব্যয় নির্বাহের জন্য বার্ষিক ২৫,০০০,০০০ লিভ্র মঞ্জুর করা হয়। রাজার জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। (৪) রাজা নির্বাহিক বা শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবে থাকেন, তাঁহার মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজদূত নিয়োগ করার অধিকার থাকে। কিন্তু সেনাদলের উপর তাঁহার নিয়ন্ত্রণ লোপ করা হয়। (৫) রাজার ... আইন রচনা ও বিচার করার অধিকার লোপ করা হয়। (৬) মন্ত্রীরা আইন সভার সদস্য না হইলেও তাঁহাদের কাজের জন্য তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল হয়। (৭) রাজা কোন আইন যদি অনুমোদনের অযোগ্য মনে করেন তবে Suspensive Veto বা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তাহা স্থগিত রাখিতে পারিতেন। তবে ঐ একই আইন পরপর তিনবার আইন সভা পাশ করিলে রাজার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা স্বতঃসিদ্ধভাবে আইনে পরিণত হইতে পারিত। (৮) প্রদেশের শাসক ও বিচারপতিরা স্থানীয় নির্বাচনের দ্বারা নিযুক্ত হইবার ফলে তাঁহাদের উপর রাজার কোন কর্তৃত্ব রহিল না। (৯) সকল সরকারী কর্মচারীকে জাতির নামে শপথ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সংবিধান সভা নূতন সংবিধানে আইন সভাকে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করে। আইন সভাটিকে এক কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়। (১০) আইন সভার সভ্যদের কার্যকালের মেয়াদ হয় ২ বৎসর। (১১) একবার কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হইলে তাঁহার পুনরায় প্রার্থী হইবার অধিকার লোপ করা হয়। (১২) ভোটাধিকার সম্পর্কে আইনে (Electoral law) বলা হয় যে, যে সকল নাগরিক অন্ততঃ তিন দিনের নির্ধারিত মজুরী অর্থাৎ ৩২ লিভ্র সরকারকে

আইন সভার গঠন ও ক্ষমতা

১. Lefebvre. P. 153.

নির্দিষ্ট পরিমাণ কর হিসাবে দেয় একমাত্র তাহারাই ভোটাধিকার পাইবে। (১৩) এই সংবিধানে নাগরিকদের 'সক্রিয়' (Active) এবং 'নিষ্ক্রিয়' (Passive) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যাহারা অন্ততঃপক্ষে তাহাদের তিন দিনের বেতনের সমপরিমাণ কর দিত তাহাদের সক্রিয় নাগরিক হিসাবে ভোট দানের অধিকার এবং সরকারের চাকুরীর অধিকার দেওয়া হয়। বাকী লোকেদের ভোটাধিকার নাকচ করা হয়। (১৪) আইনসভাকে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাছাড়া আইনসভাকে কর ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, সংবিধান সংশোধন, মৌলিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রণয়ন, সরকারী রাজকর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনার গুরুদায়িত্ব আইনসভার উপর ন্যস্ত করে।

শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে সমান পরিধির ৮৩টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। এই প্রদেশগুলির নাম হয় ডিপার্টমেন্ট (Department)। (১৫) এই প্রদেশকে ৫৪৪টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। (১৬) প্রদেশের শাসনের জন্য স্বৈরতন্ত্রী

প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও বিচার ব্যবস্থা

ইন্টেন্ডেন্ট প্রথা ও প্রাদেশিক সভা লোপ করা হয়। ইহার ফলে প্রদেশ, জেলা, গ্রাম প্রভৃতি স্তরে নির্বাচিত শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। (১৭) প্রতি প্রদেশে একটি নির্বাচিত পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। (১৮) সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে শাসনকর্তা ও পরিষদের সদস্য নির্বাচনের বিধি চালু করা হয়। বিচার বিভাগেও অনেক পুরাতন বিচার ব্যবস্থা লোপ করা হয়। পার্লেমেন্ট অফ প্যারিস এবং প্রাদেশিক সমস্ত পার্লেমেন্টগুলি বিলোপ করা হয়। (১৯) বিচারকদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের নিয়ম করা হয়। (২০) বিচারকদের আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা দান করা হয়। বিচারকদের নির্দিষ্ট বেতন প্রদানের নিয়ম করা হয়। বিচারপ্রার্থীদের নিকট হইতে ফি বা উৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। দরিদ্র বিচারপ্রার্থীকে বিনা খরচায় বিচার দান করার নিয়ম করা হয়। সারা দেশে নির্বাচিত বিচারক নিয়োগ এবং বিনা খরচায় বিচার দ্বারা বিচার ব্যবস্থাকে জনমুখী করা হয়। স্থানীয় বিচারালয়গুলির উপরে আপীল আদালত বা হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়। (২১) সরকারী কর্মচারীদের পরীক্ষার দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন করার নিয়ম করা হয়।

সংবিধান সভা জাতির অর্থনৈতিক জীবনেও সংস্কার প্রবর্তন করে। (২২) সকল প্রকার পরোক্ষ কর যথা গাবেলে বা লবণ কর প্রভৃতি রদ করা হয়। (২৩) জমি, আয় ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর নূতনভাবে কর ধার্য করা হয়। ফলতঃ

অর্থনৈতিক সংস্কার

ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এই কর আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কোন্দানমূলক কর বিলোপ করিয়া ন্যায় নীতির ভিত্তিতে আয়ের উপর হার বাঁধিয়া সকল শ্রেণীর উপর কর ধার্য করা হয়। এছাড়া স্বদেশপ্রেমমূলক দান বা কর (Patriotic contribution) অর্থসঙ্কট দূর করার জন্য আদায় করা হয়। (২৪) তাহাতেও অর্থসঙ্কটের সুরাহা না হইলে গীর্জার ভূসম্পত্তি জাতীয়করণ করিয়া

রাজার [illegible] বিরুদ্ধে অ্যাসাইনাট (Assignat) নামে এক প্রকার কাগজের নোট চালু করা হয়। (১৪) [illegible] দেশের [illegible] জন্য [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] করা হয়। (১৫) [illegible] [illegible] [illegible] কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। [illegible] [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] অধিকার হরণ করা হয়।

সর্বশেষে, সংবিধান সভা ফ্রান্সের ধর্মবিষয়ক [illegible] [illegible] Condition of the Clergy নামে এক আইন পাশ করে। ফ্রান্সের গীর্জার [illegible] ছিল গ্যালিকান গীর্জা (Gallican Church)। ক্যাথলিক

ধর্মীয়ক ব্যবস্থা

ধর্ম অনুসারে ইহা রোমের পোপের অধীনে ছিল, বিশপরা [illegible] অনুমতি অনুসারে নিযুক্ত হইত। (১৭) নূতন আইনে পোপের [illegible] ছেদন করিয়া গ্যালিকান গীর্জাকে জাতীয়করণ করা হয়। (১৮) বিশপ ও [illegible] পদের ধর্মযাজকরা ভবিষ্যতে পোপ কর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া, ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইবার আইন করা হয়। (১৯) গীর্জার ভূসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হ[illegible]। গীর্জা সরকারের একটি অংশে পরিণত হয় এবং যাজকদের সরকার হইতে নিয়মিত বেতনদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রোটেস্টান্ট'র সকল সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এইভাবে সংবিধান সভা ফ্রান্সের প্রথম লিখিত সংবিধান রচনা (১৭৯১ খ্রীঃ) সম্পন্ন করে। সংবিধান সভা পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া, রাজার [illegible] ক্ষমতা [illegible]

সংবিধানের ত্রুটি: গুরুত্ব

করিয়া, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য প্রবর্তন করিয়া প্রগতি যুক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু সংবিধান সভার কাজে ত্রুটি ছিল। এই কারণে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান [illegible] মধ্যে [illegible] পড়ে। ঐতিহাসিক ম্যাডেলিন (Madelin) মতে, "এই বিরাট সংস্কারসমূহ ইতিহাসে অদ্বিতীয় হইলেও আসলে এইগুলি ছিল জীর্ণ ও ভঙ্গুর।"[১] [illegible] সংবিধান সভার কাজের সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, 'দেশের শাসনিক গঠন ভাঙিয়া বিশৃঙ্খলা আনিবার জন্য সংবিধান সভার মত ভাল পরিকল্পনা করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।'[২]

(১) রাজার প্রতি অবিশ্বাসবশতঃ তাঁহার ক্ষমতা বিপুলভাবে হ্রাস করা হয়, অথচ শাসনকার্য চালাইবার দায়িত্ব তাঁহাকে দেওয়া হয়। ফলে তাঁহার হাতে দায়িত্ব

শাসন বিভাগের দুর্বলতা

থাকিলেও ক্ষমতা ছিল না। স্থানীয় কর্মচারী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা, বিচারপতিরা নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হইবার ফলে তাহারা রাজার প্রতি আনুগত্য দেখাইতে বাধ্য ছিল না। ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ক্ষমতা রাজার ছিল না। ফলে প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রী[illegible]

১. "The huge work of reform unique in history was......very poor and fragile in construction."—Madelin.

২. "The disorganisation of the kingdom could not have been better planned" —Madelin.

[illegible] ফাঁকা পড়ে। ফ্রান্স যেন একটি দেশের পরিবর্তে ৮৩টি আলাদা [illegible] যায়। (২) ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রতি প্রবল আস্থা বশতঃ সংবিধান [illegible] আইন বিভাগ হইতে শাসন বিভাগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। [illegible] কর্তা হিসাবে রাজার পক্ষে তাঁহার সমস্যাগুলিকে মন্ত্রীদের মাধ্যমে [illegible] বুঝাইবার কোন উপায় ছিল না। এদিকে আইন সভা শাসন কার্যের [illegible] শাসন বিভাগের সমস্যাগুলিকে বুঝিতে পারিত না। লেফেভরের [illegible] সংবিধান দ্বারা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলেও প্রকৃত সরকার স্থাপিত হয় নাই" (The Constitution created a republic with no real government)।[1]

(৩) সংবিধান সভা "নাগরিকের অধিকার" ঘোষণাপত্রে সকল মানুষের সমান [illegible] কথা ঘোষণা করিলেও সংবিধানে তাহা পালন করে নাই। তাহারা ফ্রান্সের সকল নাগরিককে ভোটদানের অধিকার না দিয়া, কেবলমাত্র সক্রিয় নাগরিকদের সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেয়। নিষ্ক্রিয় নাগরিকদের ভোটাধিকারে বঞ্চিত করে। বুর্জোয়া শ্রেণী ভোটের প্রাধান্য রক্ষার জন্য সম্পত্তিবান ব্যক্তিদেরই একমাত্র ভোটের অধিকার দেয়। ইহার ফলে ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন স্থাপিত [illegible] অভিজাতদের বিতাড়িত করিয়া বুর্জোয়ারা ক্ষমতা নেয়। এই কারণে অধ্যাপক [illegible] মন্তব্য করিয়াছেন যে "যাজক, অভিজাত ও সাধারণ লোকের পরিবর্তে সংবিধান পাউণ্ড, শিলিং ও পেনির ভিত্তিতে নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করে" (In place of clergy, nobility and the commons,—the Constitution [illegible] the pound, the shilling and the pence)। অর্থ ক্ষেত্রের [illegible] সংবিধান সভা নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের কথা বলিলেও, ইহা ছিল আসলে [illegible] প্রজাতন্ত্র।"

[illegible]

(৪) ফ্রান্সকে ৮৩টি প্রদেশে বিভক্ত করিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত প্রাদেশিক সরকারের সম্পর্ক সংবিধানে নির্দিষ্ট হয় নাই। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও কর্মচারীরা স্থানীয় ভোটে নির্বাচিত হইবার ফলে তাহারা নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধিকারী হইয়া দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ ও নির্দেশ তাহারা পালন করিতে বাধ্য ছিল না। রাজার পক্ষে ইহাদের [illegible] করা দুষ্কর ছিল। ফলে শাসন ব্যবস্থায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। [illegible] আমলে পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়া আসে। এই [illegible] নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগের ফলে তাঁহাদের যোগ্যতা সম্পর্কে [illegible] থাকিয়া যায়। নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার ক্ষমতাও তাঁহারা [illegible] ফেলেন।

[illegible]

(৫) সংবিধানে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিপ্লবের [illegible] উত্তেজনা বশতঃ নিম্নপরিষদ কোন হঠকারী আইন পাশ করিলে উচ্চ কক্ষে তাহাকে

1 Lefebvre, P. 153.

প্র-9 [illegible]

প্র-10 [illegible]

প্র-11 [illegible]

...জন জিরন্ডিন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে বাধ্য হয়। জিরন্ডিন নেতাদের অনেকেই পালিয়ে যান, কেউ কেউ আত্মহত্যা করেন। এইভাবে জিরন্ডিনদের পতন ঘটে এবং বিপ্লবের ... দান কুশিলব হিসেবে জ্যাকোবিনদের পুনরুত্থান ঘটে,—যাদের নেতৃত্বে শুরু হয় সন্ত্রাসের ...নন।

প্রশ্ন ১.১৫। ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন কেন শুরু হয়েছিল? (Why the reign of *Terror started in France?*)

☐ **উত্তর।** বিপ্লবী ফ্রান্সে 'জাতীয় কনভেনশন'-এর কার্যকাল মোট তিন বছর তিন মাস ...স্থায়ী (সেপ্টেঃ, ১৭৯২—নভেঃ, ১৭৯৫ খ্রীঃ) বিস্তৃত ছিল। এই সময়কালে ফ্রান্স ছিল অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। অবশ্য নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও কনভেনশন শেষ পর্যন্ত বিপ্লবকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।

জাতীয় কনভেনশনের প্রথম অধিবেশন বসে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর। কনভেনশনে প্রধান তিনটি দল ছিল, যথা— জিরন্ডিন, জ্যাকোবিন এবং প্লেইন। জিরন্ডিনরা ছিল সংস্কারবাদী এবং উচ্চ-বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিভূ। জ্যাকোবিনরা 'মাউন্টেন' নামেও পরিচিত হত। সভার পিছনে উঁচু আসনে বসার জন্য এদের এরূপ নামকরণ হয়। বিপ্লবী প্যারিস কমিউন তথা সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল এদের পিছনে। আর 'প্লেইন'রা ছিল মধ্যপন্থী।

তিনটি দল

ভালমি-র যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে (সেপ্টেম্বর ২০, ১৭৯২ খ্রীঃ) বৈদেশিক যুদ্ধজনিত বিপর্যয় থেকে ফ্রান্স রক্ষা পায়। তাই কনভেনশন বিজয়-আনন্দের মধ্যে ফ্রান্সকে একটি 'প্রজাতান্ত্রিক দেশ' বলে ঘোষণা করে। গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জী ও রোমান দেবদেবীর নামে মাসের নাম বাদ দিয়ে বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী ও ঋতু অনুযায়ী মাসের নামকরণ করা হয়।

কিন্তু খুব শীঘ্রই জিরন্ডিন ও জ্যাকোবিনদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য সংঘাতে পরিণত হয়। তবে তা ক্ষমতা দখলের লড়াই। 'প্লেইন'-সদস্যদের সমর্থনে সংস্কারবাদী জিরন্ডিনরা প্রাথমিক সাফল্যলাভে সমর্থ হলেও বিপ্লবী কমিউন ও সাধারণ মানুষ-সমর্থিত জ্যাকোবিনদের রাজনৈতিক চাল তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। বলা যেতে পারে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার ধারা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জিরন্ডিনদের ব্যর্থতা জ্যাকোবিনদের উত্থানকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

জ্যাকোবিন-জিরন্ডিন সংঘাত

রাজতন্ত্রের বিলোপসাধনে কনভেনশন সদস্যদের দ্বিমত ছিল না। কিন্তু রাজার বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের প্রশ্নে সদস্যদের বিরোধ ছিল। জ্যাকোবিনরা ছিল মৃত্যুদণ্ডের সমর্থক, কিন্তু জিরন্ডিনরা বিচার বা মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী ছিল। শেষ পর্যন্ত এক ভোটের ব্যবধানে (৩৬১ : ৩৬০) কনভেনশন রাজাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। ... হয়—(১) রাজার সমর্থক ও জ্যাকোবিনদের। অতঃপর সারাদেশ মূলত দুটি শ্রেণীতে পরিণত হয়—(২) রাজার বিরোধী।

রাজার প্রাণদণ্ড

এই পর্যায়ে জিরন্ডিনদের অনৈক্য ও দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজাকে রক্ষার প্রশ্নে তারা জনগণের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়। জনমানসে তারা কিছুটা 'স্বদেশী রাজতন্ত্রী' রূপে প্রতিভাত হতে থাকে। তা ছাড়া, দীর্ঘ আট মাস অতিক্রান্ত হলেও তারা কোন সংবিধান রচনা ...

করতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় রাজার প্রাণদণ্ড ও মৃত্যু (জানুঃ ২৩, ১৭৯৩ খ্রীঃ), যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপর্যয়, জিরন্ডিন সেনাপতি দুমুরিয়েজের বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুশিবিরে যোগদান এবং সর্বোপরি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি-হ্রাসে জিরন্ডিনদের ব্যর্থতা তাদের পায়ের তলার শেষ মাটিটুকুও সরিয়ে দিতে থাকে।

জিরন্ডিনদের পতন

দুমুরিয়েজের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্যারিস কমিউনের সমর্থক বিরাট জনতা জ্যাকোবিন নেতা মারা ও রোবসপিয়রের নেতৃত্বে কামান ও বন্দুকসহ টুইলারিস প্রাসাদ আক্রমণ করে (জুন ১, ১৭৯৩ খ্রীঃ)। এখানে কনভেনশনের সভা চলছিল। এদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে কনভেনশন ২৯ জন জিরন্ডিন সদস্য ও ২ জন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেয়। এইভাবে জিরন্ডিনদের পতন ঘটে এবং কনভেনশনের ক্ষমতা জ্যাকোবিনদের হাতে চলে আসে।

■ **সন্ত্রাসের রাজত্ব :** একথা ঠিক যে, এক অভূতপূর্ব সংকটের মুহূর্তে জ্যাকোবিনরা ক্ষমতা লাভ করেছিল। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি রাষ্ট্র ফ্রান্সবিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠন করেছে। যুদ্ধে ফ্রান্সের উপর্যুপরি পরাজয় ও দুমুরিয়েজের ব্যর্থতা কনভেনশনের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ দেখা দেয়। ঐ মুহূর্তে লা-ভেন্ডী প্রদেশে দেখা দেয় কৃষক-বিদ্রোহ। সেই সুযোগ গ্রহণ করে রাজতন্ত্রের সমর্থক অভিজাত ও যাজক শ্রেণী। কৃষক-বিদ্রোহ প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীর হাতিয়ারে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় জ্যাকোবিনরা ক্ষমতা দখল করে।

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ

২রা জুনের অভ্যুত্থান অভ্যন্তরীণ বিপ্লবকে আরও ঘনীভূত করে। কারণ অভ্যুত্থানের নায়ক ছিল প্যারিস কমিউন। এটি ফ্রান্সের ৮৩টি ডিপার্টমেন্টের একটি মাত্র। কিন্তু নতুন সরকারের ওপর এদের ছিল সার্বিক প্রভাব। ফলে জিরন্ডিন-প্রভাবিত অন্যান্য প্রদেশগুলি বিদ্রোহের সামিল হতে থাকে। একসময় অবস্থা এমন হয় যে, ৮৩টি প্রদেশের মধ্যে ৬০টিই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। লা-ভেন্ডীর পরে মার্সেই, তুঁলো, লায়নস্ প্রভৃতি শহরে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। যাজক-অভিজাত প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এই সুযোগকে নিজেদের কাজে লাগাতে সক্রিয় হয়। ফ্রান্স পরিণত হয় বিশৃঙ্খলার রাজ্যে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হয় দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য। সেই সঙ্গে বহিঃশক্তির আক্রমণ-সম্ভাবনা প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসকে অনিবার্য করে তোলে।

সন্ত্রাসের রাজত্ব

এমতাবস্থায় সাঁকুলোৎ সমর্থিত জ্যাকোবিন সরকার অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহ ও বৈদেশিক যুদ্ধপ্রসূত সমস্যা সমাধানের জন্য কঠোরতম ও কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। সামান্যতম সন্দেহে কঠোর শাস্তি, এমনকি প্রাণদণ্ড দিয়ে এই সরকার দেশকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়। এদের শাসনে জনমানসে প্রচণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল বলে একে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

সন্ত্রাসের সংগঠন

সন্ত্রাসের শাসনব্যবস্থায় প্রধান সংগঠন ছিল 'জননিরাপত্তা সমিতি' (Committee of public safety)। এর সদস্যসংখ্যা প্রথমে ছিল নয় জন। পরে বৃদ্ধি পেয়ে হয় বারো। এদের হাতেই ছিল প্রশাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা। এর অধীনে ছিল *'সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি'* (Committee of General Security) ও *'ডেপুটিজ্ অব মিশন'* (Deputies of Missions) নামক দুটি সংস্থা। প্রথমটি সমগ্র ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ শান্তি-

শৃঙ্খলার দায়িত্বে ছিল। দ্বিতীয় সংস্থার কাজ ছিল প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনতন্ত্রাদির নিরাপত্তা বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা। এ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে বহু সমিতি গড়ে উঠেছিল, যারা সন্ত্রাসের শাসনে অংশগ্রহণ করত।

বিচারবিভাগের দায় অর্পিত ছিল *'বিপ্লবী বিচারালয়'* (Revolutionary Tribunal)-এর ওপর। এর প্রক্রিয়ার বিশেষ ও অবাধ। যে-কোনো ব্যক্তিকে বিচার ও প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ডাদেশ দান করা ছিল এই বিচারালয়ের বৈশিষ্ট্য।

● *প্রশ্ন ১.১৬। সন্ত্রাসের শাসনের অবদান কি ছিল? (What were the contribution of the Reign of Terror?)*

☐ **উত্তর।** সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল প্রায় তেরো মাস (জুন, ১৭৯৩— জুলাই ১৭৯৪ খ্রিঃ)। এই সামান্য সময়ে প্রায় ৩০/৪০ হাজার ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন *রানী মেরী আঁতোয়ানেৎ, মাদাম রোলাঁ, ব্রিসো প্রমুখ।* এর অন্যো হাত, হিবার্ট ও দাঁতঁন প্রমুখ নেতাদের, যাঁরা সন্ত্রাসের রাজত্বের উদ্গাতা ছিলেন, তাদেরও রেহাই দেয় নি। অনেকের মতে, এটি ছিল বিপ্লবের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কময় অধ্যায়।

যাই হোক, সন্ত্রাসের রাজত্বকালের কিছু অবদান ছিল যা উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমত, 'সন্দেহের আইন' পাস করে এবং সীমাহীন অত্যাচার চালিয়ে এরা শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ

সন্ত্রাসের রাজত্বের অবদান

ধ্বংসের মুখ থেকে দেশ, জাতি ও বিপ্লবকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। ঐতিহাসিক *টেলারের* মতে, *'সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করেছিল।'* (The Terror saved the Revolution.) তখনকার পরিস্থিতি বিবেচনায় সন্ত্রাসকে 'যুক্তিযুক্ত' বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের রাজত্বের বিশেষ অবদান ছিল। এই রাজত্বকালে খুব দ্রুততার সাথে ও কার্যকরী ভাবে ভূমি-সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কৃষকেরা সামন্ত-প্রভুদের প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়েছিল। সর্বোচ্চমূল্যের আইন (Law of Maximum) প্রবর্তন করে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। বন্ধ হয়েছিল মুনাফাবাজি ও ফাটকাবাজি। নিম্নতম মজুরি আইন শ্রমিকদের শোষণ থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

তৃতীয়ত, বাধ্যতামূলক ভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদান-সংক্রান্ত আইন জারি করে সন্ত্রাসের রাজত্বকালে এক বিশাল বাহিনী গড়ে তোলা হয়। *লাজারে কার্নোর* নেতৃত্বে এই বাহিনী হয়ে ওঠে কুশলী, দক্ষ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এই বাহিনী বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে দেশকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

চতুর্থত, রুশোর গণ-সার্বভৌম তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এরা একটি সংবিধানের কাঠামো রচনা করে (১৭৯৩ খ্রিঃ)। আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে কোনদিনই কার্যকরী করা যায়নি ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী সংবিধানের মূল সূত্র এখান থেকেই গৃহীত হয়েছিল।

পঞ্চমত, অবৈতনিক শিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষতা ও দাসব্যবস্থা অবসান-সংক্রান্ত আইন সন্ত্রাসের রাজত্বকালে প্রবর্তিত হয়।

১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকাল পর্যন্ত সন্ত্রাস পুরোদমে চলতে থাকে। অতঃপর বৈদেশিক

আক্রমণের সম্ভাবনা হ্রাস পেলে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্যাকোবিন নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। সন্ত্রাসের অন্যতম

হিবার্ট, দাঁতন হত্যা

কর্ণধার হিবার্ট ও দাঁতন সন্ত্রাসের কঠোরতা হ্রাস করার পক্ষে মত দিতে থাকেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে চরমপন্থী রোবসপিয়র তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেন। সুযোগ আসে শীঘ্রই। মার্চ ও এপ্রিল মাসে সন্ত্রাসের সমর্থকদের সহায়তায় রোবসপিয়র যথাক্রমে হিবার্ট ও দাঁতনকে গিলোটিনে হত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বে দাঁতন রোবসপিয়রকে সতর্ক করে বলেন, '*Vile Robespierre, thy head shall follow mine to the Basket.*'

দাঁতনের হত্যার পর থেকে রোবসপিয়র হন সন্ত্রাসের একক-অধিনায়ক। এই সময় তিনি

রোবসপিয়রের হত্যা

একটি নতুন ধর্ম-বিশ্বাস প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। নতুন আইন জারি করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সব অধিকার কেড়ে নেন। যুদ্ধের অবসানে যখন সন্ত্রাসের কঠোরতা হ্রাসের প্রয়োজন, তখন তাঁর এই অতি-সন্ত্রাস বা মহাসন্ত্রাস দেশবাসীকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। হিবার্ট ও দাঁতনের সমর্থক সদস্যরা এই রোবসপিয়র-বিরোধী মনোভাবকে

সন্ত্রাসের অবসান

কাজে লাগিয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উদ্যোগী হন। প্রথমে তাঁরা হানরিওটের হাত থেকে সামরিক ক্ষমতা কেড়ে নেন। বিপ্লবী ট্রাইবুনালের প্রধান কুফিনালকে গ্রেপ্তার করা হয়। অতঃপর ৯ই থার্মিডর বা ২৭শে জুলাই রোবসপিয়রকেও গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন তিনজনকেই গিলোটিনে হত্যা করা হলে 'সন্ত্রাসের রাজত্বের' অবসান ঘটে।

● **প্রশ্ন ১.২৭। সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (*Narrate in brief the nature and necessity of the Reign of Terror.*)**

❑ **উত্তর।** সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। টেইন-এর মতে, বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের

পক্ষপাতবিরোধী মত

সংখ্যা কমতে থাকে। দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীদের পরিবর্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে অসাধু ও উগ্র ব্যক্তিদের হাতে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এরাই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। কিন্তু এই মত যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ নয়। কারণ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশে যোগ্য ও আদর্শবাদী নেতার অভাব ছিল, একথা ঠিক নয়। তা ছাড়া, সমসাময়িক পরিস্থিতি যে একটি 'স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা' দাবি করছিল এটা ঐতিহাসিক সত্য।

ওলার (Aulard)-এর মতে, বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের

নিরাপত্তাজনিত প্রয়োজন

অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল সন্ত্রাসের রাজত্বের সূচনা। তাঁর ভাষায় : "*Regin of Terror was dictatorship of Distress.*" দেশ ও বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল কঠোর, সুনিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত শাসন। দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার স্বার্থেই জ্যাকোবিন-দল সন্ত্রাসের শাসন কায়েম করতে বাধ্য হয়।

ঐতিহাসিক ম্যাতিয়ে (Mathiex), জোরেস (Jaures), লেফেভর (Lefebvre) প্রমুখ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার পশ্চাতে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কেবল যুদ্ধজয়ের জন্যই নয়, প্রকৃত সমাজবিপ্লব প্রতিষ্ঠার জন্যও সন্ত্রাসের শাসনের প্রয়োজন ছিল।

নিয়োলাস্ট নাটকের প্রথম অঙ্ক। এই অভিযানের সময়ই নেপোলিয়নের গ্রান্ড আর্মি (Grand Army) ধ্বংস হয়। রাশিয়া অভিযান থেকে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর নেপোলিয়নের শত্রুপক্ষের মধ্যে এরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয় যা ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। প্রথম দিকে 'ক্রুসেড' (Crusade) বা ধর্মযুদ্ধের পর আর কোন দিন দেখা যায়নি। প্রথম দিকে সাধারণ মানুষ নেপোলিয়নের স্বৈরাচারিতার প্রতিবাদ জানাত ... সঙ্গে যোগ দেয় এবং সর্বশেষে আরো সঙ্গে যুক্ত হয় জার্মানগণ। জার্মানির মুক্তি ... শেষ পর্বে জার্মানীর সাধারণ মানুষই প্রাশিয়ার নেতৃত্বে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সহযোগে ... পরিচালনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নেপোলিয়নকে জার্মানী থেকে বিতাড়িত করে। শেষপর্যন্ত নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিটি রাষ্ট্রজোটের প্রধান ... ইংল্যান্ডের সাথে ইয়োরোপ অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া থেকে তাঁকে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়।

প্রশ্ন ২৬। ইয়োরোপে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা কর।
(Discuss the impact of the French Revolution in Europe.) [B.U. 200..]
ইয়োরোপের ওপর ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়নের প্রভাব আলোচনা কর।
(Discuss the impact of the French Revolution and Napoleon on France.) (B.U. 199..)

(১) ভূমিকা :

ফ্রান্সের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে নতুন শাসন পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ফরাসী বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত করে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের এই আদর্শের বৈশিষ্ট্য ছিল সার্বজনীন এবং ইয়োরোপের প্রতিটি দেশের জনসাধারণ ছাড়াও উদারনৈতিক বিপ্লবী শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিপ্লবকে স্বাগত জানায় এবং নিজেদের দেশের এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। এইরূপ পরিস্থিতির সুযোগেই ফরাসী বিপ্লবের আদর্শগুলো সকল প্রকার রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমানা লঙ্ঘন করে এক সর্ব ইয়োরোপীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। কালক্রমে এই বিপ্লবী আদর্শ ইয়োরোপ মহাদেশের সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত জাতীয়তাবাদ, জনগণের সার্বভৌমত্ব, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সাম্যের প্রভৃতি আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের ফলেই উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

(২) জাতীয়তাবাদের উন্মেষ :

ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী এক নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বিপ্লবী ফ্রান্সের দ্বারা রচিত 'Declaration of the Rights of man and of the citizen' বা মানুষের অধিকারের ঘোষণা ইয়োরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে। ফরাসী বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণ ঘটে। একজাতি, একরাষ্ট্র—জাতীয়তাবাদের এই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ... ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তির ওপর জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের আদর্শ ইয়োরোপে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান ফল ছিল এই নতুন জাতীয় চিন্তাধারার উদ্ভব। জাতীয়তাবাদী শক্তি কিছুদিনের জন্য ফ্রান্সকে ইয়োরোপে ...

যেতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইউরোপের দেশগুলো ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী অস্ত্রের সাহায্যে ফ্রান্সকে পরাজিত করে। ফ্রান্সের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ এবং একের পর এক সংগ্রাম প্রান ইউরোপের অন্যান্য দেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়। ইতালিতে নেপোলিয়নের স্বৈরাচারমূলক ইতালির আদর্শ সংঘাত হিসাবে অনুষ্ঠিত লোকেরা কাভুরের সর্বপ্রথম পুষ্টি হয়। ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রাধান্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাইন ও রেইন নদীর অন্তর্বর্তী অঞ্চলের জার্মান জাতীয়তাবাদীগণ বিদেশী শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্পেনীয় পোর্তুগীজ ও রুশগণকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। স্পেনের অধিবাসীদের সর্বপ্রথম প্রতিপন্ন করে যে, "একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর তুলনায় সমগ্রজাতি অধিকতর শক্তিশালী"।

ইতালিতে বিজিত রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও পোল্যান্ডের একাংশ নিয়ে গ্রান্ড ডাচি অব ওয়ারশ (Grand Duchy of Warsaw) গঠিত করে নেপোলিয়ন ইতালীর ও পোলদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করেন। দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলো জয়ের পর সেগুলোকে নিয়ে কনফেডারেশন অফ দি রাইন (Confederation of the Rhine) গঠন করে জার্মান জাতির মধ্যেও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে তোলেন। যদিও নেপোলিয়ন পরাজিত এই সব জাতিকে স্বাধীনতাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না, তথাপি নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবিস্তৃতির ফলে বিপ্লবের আদর্শ ইউরোপীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফ্রান্সের বিপ্লবের যুগের জাতীয়তাবাদের আদর্শের সঙ্গে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই দুই নীতিকে ভিত্তি করেই ইতালি ও জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপন এবং বলকান দেশগুলোর স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয়েছিল।

(৩) জনগণের সার্বভৌমত্ব ঃ

ফরাসী বিপ্লবের প্রধান আদর্শ ছিল জনগণের সার্বভৌমত্বের অধিকার। যদিও ফরাসী বিপ্লবের কয়েক শতকপূর্ব থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রজাহিতৈষী রাজন্যবর্গ জনকল্যাণমূলক কার্যে ব্রতী হন তথাপি সে সময় রাষ্ট্র ছিল সবকিছু আর জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু ছিল না। ("The state was everything the people nothing".—Morse Stephens) কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ফলে প্রজাহিতৈষী শাসনের পরিবর্তে জনগণের সার্বভৌমত্বের আদর্শ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফ্রান্সে জনগণের সার্বভৌমত্বের আদর্শ বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা করা হয়। জনগণের সার্বভৌমত্ব স্থাপনে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিল ফ্রান্সের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। তবে রুশোর "জনগণের ইচ্ছা" (Will of the people) মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে বিপ্লবের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের সার্বভৌম অধিকারকে সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করা হয়। নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফরাসীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়। ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের সার্বভৌম অধিকার ফ্রান্স স্বীকৃতি না দিলেও স্থানীয় অধিবাসীরা বিপ্লবের আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং পরবর্তীকালে সংবিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকার স্থাপন ছাড়াও জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন শুরু হয়।

(৪) ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি ঃ

ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান আদর্শ ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আইনের চোখে সকলের

সমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং পূর্ববর্তী যুগের শ্রেণীগত বৈষম্য, সুযোগ-সুবিধা ও প্রতি [illegible] অবসান ঘটানো। বিপ্লবের ফলে সামন্তপ্রথা ও সামন্তপ্রথার বিলুপ্তি ঘটে। ধর্মের ক্ষেত্রে [illegible] সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা স্বীকৃতিলাভ করে। ফ্রান্সের বিপ্লবী যুগের এই সব চিন্তাধারা ইউরোপের অধিকাংশ দেশের জনগণকে নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। উনবিংশ শতকে উদারপন্থীদের প্রধান দাবিই ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা। এইসব যে উদারনৈতিক বিপ্লব ও [illegible] পরিলক্ষিত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে ঘটে [illegible] প্রকৃতপক্ষে ফরাসি দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রচারিত যে নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে [illegible] নানারকম শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে ইউরোপেও তা [illegible] বিস্তারলাভের সুযোগ পায়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিশ্বাসী স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা [illegible] জনসাধারণ যে সুনজরে গ্রহণ করবে না ফরাসী বিপ্লবোত্তর যুগে তা সকলের কাছে [illegible] হয়ে ওঠে।

(৩) অর্থনৈতিক পরিবর্তন :

বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের অর্থনীতিতে নানারূপ পরিবর্তন ঘটে এবং যার ফলে অর্থনৈ[illegible] উন্নতির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জমির মালিকানা লাভের ফলে কৃষকদের অর্থনৈ[illegible] অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক [illegible] এই পরিবর্তনের ফলে শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও দ্রুত [illegible] পেতে থাকে। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই সামন্তপ্রথা বিলোপ [illegible] আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার সংস্কারের দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করে। কৃষির ওপর কৃষকদের অধিকার বহু দেশেই স্বীকৃতি লাভ করে। এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রচলিত [illegible] শিল্প বিপ্লবের পূর্বশর্তই ছিল কৃষিবিপ্লব এবং ইউরোপের বহু দেশেই ফরাসী বিপ্লবের যুগে এই দুটি বিপ্লব ব্যাপক রূপ গ্রহণ করে। বিশেষত শিল্প বিপ্লবের ফলে স্বাধীন [illegible] চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই ভূমিদাস প্রথা বিলু[illegible] হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও [illegible] ব্যাপক পরিবর্তনে বিস্তৃত হয়। জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ বাস [illegible] নতুন শিল্পের উদ্ভব সামাজিক ভাবে ইউরোপের অর্থনীতিকে একটি নতুন পরিপ্র[illegible] পরিচালিত করতে শুরু করে। এইরূপ পরিস্থিতিতে প্রাক্ বিপ্লব যুগের ইউরোপকে বিপ্লবো[illegible] যুগে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে।

(৬) নতুন রাষ্ট্রচিন্তা :

ফরাসী বিপ্লব সাম্যবাদী আদর্শের ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। বিপ্লব [illegible] সাম্যবাদী আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এমন কি পরবর্তীকালে স্বাধীনতার আদর্শ [illegible] হলেও সাম্যের আদর্শ বিপ্লবের সব যুগেই সমানভাবে গুরুত্বলাভ করেছে। [illegible] পতনের পর ব্যাবেফ-এর আন্দোলনে সাম্যবাদী আদর্শের প্রচার দেখা যায়। [illegible] প্রজাতন্ত্রের প্রথম দুই বছরে আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের তুলনায় সাম্যবাদী আদর্শ অধিক[illegible] জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ফরাসী বিপ্লব নানাভাবে গৃহীত হয়। ক্রপোটকিন (Kropotkin) [illegible] মতে বর্তমানকালের সাম্যবাদ, নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের গান-ধারণার উৎস হল ফরাসী বিপ্লব। ("The French Revolution was the source and origin of all the present communist, anarchist and socialist conception")।

উল্লেখযোগ্যভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপে নতুন ভাবধারার সূত্রপাত হলেও নেপোলিয়নের শাসনকালেই এই ভাবধারা ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণভাবে অনুসৃত হয়। কর্মদক্ষতার বহু কার্য সম্পাদন করে তিনি ইয়োরোপের রাজন্যবর্গের কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বিশেষত প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন এবং উন্নত প্রশাসনিক আইন প্রণয়ন করে নেপোলিয়ন ইয়োরোপের শাসকদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনই ছিল ইয়োরোপের ইতিহাসের নির্দেশের প্রতীক স্বরূপ। মধ্যযুগের যে সব বৈশিষ্ট্য তখনও ইয়োরোপের জাতীয় জীবনকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল তার বিনাশ সাধন করে তিনি ইয়োরোপে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি আধুনিক নীতিগুলোর প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করেন। ঐতিহাসিক রেডওয়ে (Reddaway) যথার্থই বলেছেন, যেখানেই নেপোলিয়নের ঈগল অঙ্কিত পতাকা উড্ডীন হয়েছিল, সেখানেই পুরাতন ব্যবস্থা আর ফিরে আসেনি। ("Wherever Nopoleon's Eagles flew, things were not the same again")।

বিষয়মুখী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। 'পুরাতন শাসনপদ্ধতি' বলতে কি বুঝা যায়? (What is meant by 'Old Regime'?)

☞ ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইয়োরোপের দেশগুলোতে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সাধারণভাবে পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থা বা পুরাতন শাসনপদ্ধতি (Old Regime) বলা হয়। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র বা রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই ছিল প্রাক্ ফরাসী বিপ্লবী যুগে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি।

প্রশ্ন ২। প্রাক বিপ্লব যুগে ফরাসী সমাজ ক'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? (In how many classes was the French society divided in the pre-revolutionary period'?)

☞ প্রাক বিপ্লবী ফ্রান্সের সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ যাজক সম্প্রদায় প্রথম শ্রেণী বা First Estate, অভিজাত সম্প্রদায় দ্বিতীয় শ্রেণী বা Second Estate এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি সকলেই তৃতীয় শ্রেণী বা Third Estate-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রশ্ন ৩। 'তৃতীয় শ্রেণী' (Third Estate) সম্বন্ধে কি জান? (What do you know about the Third Estate?)

☞ প্রাক্ বিপ্লবী যুগে ফ্রান্সের শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় যাজক সম্প্রদায় এবং অভিজাত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল শ্রেণীর মানুষ তৃতীয় শ্রেণী বা Third Estate-এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করার জন্য এই শ্রেণী তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত।

প্রশ্ন ৪। প্রাক বিপ্লবী ফ্রান্সে সুবিধাভোগী ও সুবিধাহীন শ্রেণী বলতে কি বুঝাত? (Who were known as the privileged and unprivileged class in the pre-revolutionary France?)

☞ প্রাক বিপ্লবী ফ্রান্সে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়কে সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং তৃতীয় সম্প্রদায়কে সুবিধাহীন শ্রেণী বলা হত। সুবিধাভোগী শ্রেণী নানাবিধ রাষ্ট্রীয় করদান থেকে